SEETAR BANABAS

OR

EXILE OF SEETA

BY

ISWARACHANDRA VIDYASAGARA.

THIRTEENTH EDITION.

CALCUTTA:

PRINTED BY PITAMBER BANERJEA

AT

THE SANSKRIT PRESS.

No. 24, SOOKEA'S STREET.

1870,

সীতার বনবাস

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরসঙ্কলিত।

ত্রয়োদশ সংস্করণ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯২৭।

বিজ্ঞাপন

সীতার বনবাস প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি-প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক সঙ্কলিত হইয়াছে। ঈদৃশ করুণ-রসোদ্বোধক বিষয় যে রূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত, এই পুস্তকে সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। সুতরাং, সহৃদয় লোকে পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি, সীতার বনবাস কিঞ্চিৎ অংশে পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই, আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মা

কলিকাতা।

১লা বৈশাখ। সংবৎ ১৯১৮।

সীতার বনবাস

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে, স্বল্প দিনেই, সমস্ত কোশলরাজ্য সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ, তদীয় অধিকারকালে, প্রজালোকের সর্ব্বাংশে যাদৃশ সৌভাগ্যসঞ্চার হইয়াছিল, ভূমণ্ডলে কোন কালে কোন রাজার শাসনসময়ে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি প্রতিদিন যথাকালে অমাত্যবর্গপরিবৃত হইয়া, অবহিত চিত্তে, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন; অবশিষ্ট সময় ভ্রাতৃত্রয়ের ও জনকতনয়ার সহবাসসুখে অতিবাহিত হইত।

কালক্রমে জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে, রামের ও রামজননী কৌশল্যার আহ্লাদের সীমা রহিল না; সমস্ত রাজভবন উৎসবপূর্ণ হইল; পুরবাসিগণ, অচিরে রাজকুমার দর্শন করিব, এই মনের উল্লাসে স্ব স্ব আবাসে অশেষবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ, যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া, রাজা রামচন্দ্রকে, সমস্ত পরিবার সহিত তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সময়ে জানকীর গর্ভ প্রায় পূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত, এজন্য তিনি এবং তদনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে পারিলেন না; কেবল বৃদ্ধ মহিষীরা বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে জামাতৃযজ্ঞে গমন করিলেন। তাঁহারাও; পূর্ণগর্ভা জানকীরে গৃহে রাখিয়া, তথায় যাইতে কোন ক্রমেই সম্মত ছিলেন না; কেবল, জামাতৃনিমন্ত্রণ উল্লঙ্ঘন করা অবিধেয়, এই বিবেচনায় নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক যজ্ঞদর্শনে গমন করেন।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে, রাজা জনক, তনয়া ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত, অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। তিনি, কৌশল্যা-প্রভৃতির নিমন্ত্রণগমনের অব্যবহিত পরেই, মিথিলাপ্রতি-গমন করিলেন। প্রথমতঃ শ্বশ্রূজনবিরহ, তৎপরেই পিতৃ-

বিরহ, উভয় বিরহে জানকী একান্ত শোকাকুলা হইলেন। পূর্ণগর্ভ অবস্থায় শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত হইলে, অনিষ্টাপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা; এজন্য রামচন্দ্র, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক, সীতাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত, নিয়ত তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন।

এক দিবস, রামচন্দ্র জানকীসমীপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া অষ্টাবক্র মুনি আসিয়াছেন। রাম ও জানকী শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, তাঁহাকে ত্বরায় এই স্থানে আনয়ন কর। প্রতীহারী, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক, পুনর্বার অষ্টাবক্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অষ্টাবক্র, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাম ও জানকী প্রণাম করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের কুশল? তাঁহার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে? সীতাও জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, আমার গুরুজন ও আর্য্যা শান্তা সকলে কুশলে আছেন? তাঁহারা আমাদিগকে স্মরণ করেন, না এক বারেই বিস্মৃত হইয়াছেন?

অষ্টাবক্র, সকলের কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া, জানকীকে

সম্ভাষণপূর্ব্বক, কহিলেন, দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আপনারে কহিয়াছেন, ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী তোমায় প্রসব করিয়াছেন, সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজা জনক তোমার পিতা, তুমি সর্ব্বপ্রধান রাজকুলের বধূ হইয়াছ; তোমার বিষয়ে আর কোন প্রার্থয়িতব্য দেখিতেছি না; অহোরাত্র এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও। সীতা শুনিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হইলেন; রাম যার পর নাই হর্ষিত হইয়া কহিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব যখন এরূপ আশীর্বাদ করিতেছেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনোরথ সম্পন্ন হইবে। পরে, অষ্টাবক্র রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী, বৃদ্ধ মহিষীগণ, ও কল্যাণিনী শান্তা ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছেন, সীতা দেবী যখন যে অভিলাষ করিবেন, যেন অবশ্যই তাহা সম্পাদিত হয়। রাম কহিলেন, আপনি তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া কহিবেন, ইনি যখন যে অভিলাষ করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইতেছে; সে বিষয়ে আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আলস্য বা ঔদাস্য নাই।

অনন্তর, অষ্টাবক্র কহিলেন, দেবি জানকি! ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিয়াছেন, বৎসে! তুমি পূর্ণগর্ভা, এজন্য তোমায় আনিতে পারি নাই, তন্নিমিত্ত

আমি যেন তোমার বিরাগভাজন না হই; আর রাম ও লক্ষ্মণকে তোমার চিত্তবিনোদনার্থে রাখিতে হইয়াছে; আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিত হইলেই, আমরা সকলে অযোধ্যায় গিয়া তোমার ক্রোড়দেশ এক বারে নব কুমারে সুশোভিত দেখিব। রাম শুনিয়া স্মিতমুখ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আমার প্রতি কোন আদেশ করিয়াছেন? অষ্টাবক্র কহিলেন, মহারাজ! বশিষ্ঠ দেব আপনারে কহিয়াছেন, বৎস! জামাতৃযজ্ঞে রুদ্ধ হইয়া, আমাদিগকে কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবেক; তুমি বালক, অল্পদিনমাত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; প্রজারঞ্জনকার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে; প্রজারঞ্জনসম্ভূত নির্ম্মল কীর্ত্তিই রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন। রাম কহিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম; তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সর্ব্বদাই আমার শিরোধার্য্য; আপনি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিয়া কহিবেন, যদি প্রজালোকের সর্ব্বাঙ্গীন অনুরঞ্জনানুরোধে আমায় স্নেহ, দয়া বা সুখভোগে বিসর্জ্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীরে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না। তিনি যেন নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন; আমি প্রজারঞ্জনকার্য্যে ক্ষণ

কালের জন্যে অলস বা অনবহিত নহি। সীতা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া কহিলেন, এরূপ না হইলেই বা আর্য্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর হইবেন কেন?

অনন্তর, রামচন্দ্র সন্নিহিত পরিচারকের প্রতি অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র সমুচিত সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক বিদায় লইয়া বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলে, রাম ও জানকী পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি এক চিত্রকরকে আপনকার চরিত্র চিত্রিত করিতে কহিয়াছিলাম, সে এই আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে, অবলোকন করুন। রাম কহিলেন, বৎস! দেবী দুর্ম্মনায়মানা হইলে, কি রূপে তাঁহার চিত্তবিনোদন সম্পাদন করিতে হয়, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান, তা জিজ্ঞাসা করি, এই চিত্রপটে কি পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! জানকীর অগ্নিপরিশুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত।

রাম শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সমক্ষে আর ও কথা মুখে আনিও না; ও কথা শুনিলে অথবা মনে হইলে আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। কি আক্ষেপের বিষয়! যিনি জন্মপরিগ্রহ করাতে জগৎ পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাকেও আবার অন্য পাবন দ্বারা

পূত করিতে হইয়াছিল। হায়, লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত! সীতা কহিলেন, নাথ! সে সকল কথা মনে করিয়া আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছেন কেন? আপনি তৎকালে সৎ বিবেচনার কর্ম্মই করিয়াছিলেন; সেরূপ না করিলে চির-নির্ম্মল রঘুকুলে কলঙ্কস্পর্শ হইত, এবং আমারও অপবাদ-বিমোচন হইত না। সীতাবাক্য শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আর ও কথায় কাজ নাই; এস, আলেখ্য দর্শন করি।

সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা কিয়ৎ ক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম কহিলেন, প্রিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ, বেদরক্ষার নিমিত্ত, দীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়া, ঐ সকল তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। গুরুপরম্পরায় ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত মহাস্ত্র লাভ করেন। পরম কৃপালু রাজর্ষি, সবিশেষ কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাড়কানিধনকালে আমারে তৎসমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি, উহারা আমারই অধিকারে আছে, তোমার পুত্র হইলে তাহাদিগকে আশ্রয় করিবেক।

লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! এ দিকে মিথিলাবৃত্তান্ত অবলোকন করুন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, তাই ত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি, কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে। আবার, এ দিকে বিবাহকালীন সভা; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, কেমন শোভা, পাইতেছ! চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি! শুনিয়া, পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম কহিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ কহিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, লক্ষ্মণ কহিলেন, এই আর্য্যা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ ঊর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে ঊর্ম্মিলার দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এ দিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ কোন উত্তর না দিয়া

ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হরশরাসনভঙ্গ-বার্ত্তাশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন,আমাদের অযোধ্যাগমনপথ রোধ করিয়া, দণ্ডায়মান আছেন; আবার, এ দিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য্য তাঁহার দর্পসংহার করিবার নিমিত্ত শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাবাদশ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, এজন্য কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় সত্ত্বে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? সীতা রামবাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, নাথ! এমন না হইলে, সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবে কেন?

তৎপরেই অযোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে, রাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে, কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ; মাতৃদেবীরা অভিনব বধূদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, সতত তাহাদের প্রতি-কতই যত্ন কতই বা মমতা প্রদর্শন করিতেন; রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপূর্ণ। হায়! সে সকল কি আহ্লাদের ও উৎসবের দিনই গিয়াছে। লক্ষ্মণ কহিলেন,

আর্য্য! এই মন্থরা। রাম, মন্থরার নামশ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া, কোন উত্তর না দিয়া, অন্য দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে যে তাপসতরুতলে পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নাথ! এ দিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ বৃত্তান্ত দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপ-প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন; কিন্তু আর্য্যকে বাল্যকালেই সেই কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর, তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ, আমাদিগকে চিত্রকূট যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া, যাহার কথা কহিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দী-তটবর্ত্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা কহিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা স্মরণ হয়? রাম কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি, পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া, নিদ্রা গিয়াছিলে।

সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন

সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সততসঞ্চরমাণজলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম, লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূলাদি আহরণ করিতেন; গোদাবরীতীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে নির্ম্মলসলিলকণবাহী শীতল সমীরণ সেবা করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এই ভাবিয়া, ম্লান বদনে কহিলেন, হা নাথ! এই পর্য্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই চিত্র দর্শনে জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ বোধ হইতেছে। দুরাচার নিশাচরেরা হিরণ্ময়-মৃগচ্ছলে যে অতি বিষম অনর্থ সংঘটন করিয়াছিল, যদিও সমুচিত বৈরনির্য্যাতন দ্বারা তাহার সম্পূর্ণরূপ প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে, মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। সেই ঘটনার পর, আর্য্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থান-ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকন করিলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা, লক্ষ্মণমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্যে আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত

হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! চিত্র দেখিয়া আপনি এত অভিভূত হইলেন কেন? রাম কহিলেন, বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্য্যাতনসঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে, আমি কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থা স্মরণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছ, তবে এখন অনভিজ্ঞের মত কথা কহিতেছ কেন?

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন, এবং বিষয়ান্তরসংঘটন দ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তরসম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এ দিকে দণ্ডকারণ্যভূভাগ অবলোকন করুন; এই স্থানে দুর্দ্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল; এ দিকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রম; এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা; এই এ দিকে পম্পা সরোবর। রাম পম্পাশব্দশ্রবণে সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, প্রফুল্ল কমল সকল, মন্দমারুতভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া, সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাহাদের

সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে ; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া, গুন্ গুন্ স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে ; হংস সারস প্রভৃতি বহুবিধ বিহঙ্গমগণ মনের আনন্দে নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল ; সুতরাং সরোবরের শোভা সম্যক্ অবলোকন করিতে পারি নাই ; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক বার অস্পষ্ট অবলোকন করি।

সীতা, চিত্রপটের এক অংশে দৃষ্টিসংযোগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্বতরুশাখায় মদমত্ত ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি রোদন করিতে করিতে উঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি ! লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে ! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান্ ; মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান, দেখুন, নবজলধরসংযোগে শিখরদেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া ছিলেন। রাম, শুনিয়া পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, বৎস ! বিরত হও, বিরত হও,

আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না ; শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিতেছে, জানকীবিরহ পুনরায় নবীন ভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্যলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য ! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, আর্য্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে ; এক্ষণে উঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক ; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

এই বলিয়া বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, সীতা রামকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, নাথ! চিত্রদর্শন করিতে করিতে আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা কহিলেন, আমার নিতান্ত অভিলাষ, পুনরায় মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া, তপোবনে বিহার ও নির্মল ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিব। সীতার অভিলাষ শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! এইমাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে হইবেক; অতএব গমনোপ-যোগী যাবতীয় আয়োজন কর ; কল্য প্রভাতেই ইঁহারে অভিলষিত প্রদেশে প্রেরণ করিব। সীতা সাতিশয় হর্ষিত

হইয়া কহিলেন, নাথ! আপনিও সঙ্গে যাবেন। রাম কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে! তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে হইবেক। আমি কি, তোমায় নয়নের অন্তরাল করিয়া, এক মুহূর্ত্তও সুস্থ হৃদয়ে থাকিতে পারিব? তৎপরে সীতা স্মিত মুখে লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক। তিনি, যে আজ্ঞা বলিয়া, গমনোপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, রাম ও সীতা, বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া, অসঙ্কুচিত ভাবে অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সীতার নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইল। তখন রাম কহিলেন, প্রিয়ে! যদি ক্লান্তি-বোধ হইয়া থাকে, আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পণ করিয়া ক্ষণ কাল বিশ্রাম কর। সীতা কোমল বাহুবল্লী দ্বারা রামের গলদেশ অবলম্বন করিলে, তিনি অনির্বচনীয় স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার বাহুলতাস্পর্শে আমার সর্ব্ব শরীরে যেন অমৃতধারা বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অভূতপূর্ব্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে; অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ, কি মোহাবেশ উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সীতা, রামমুখবিনিঃসৃত অমৃতায়মাণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, নাথ! আপনি চিরানুকূল ও স্থিরপ্রসাদ। যাহা শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে

আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে! প্রার্থনা এই, যেন চির দিন এইরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে।

সীতার মৃদু মধুর মোহন বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বচন শ্রবণ করিলে, শরীর শীতল হয়, কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হয়, অন্তঃকরণের সজীবতা সম্পাদন হয়। সীতা লজ্জিত হইয়া কহিলেন, নাথ! এই নিমিত্তই সকলে আপনাকে প্রিয়ংবদ বলে। যাহা হউক, অবশেষে এ অভাগিনীর যে এত সৌভাগ্য ঘটিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। এই বলিয়া সীতা শয়নের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইলে, রাম কহিলেন, প্রিয়ে! এখানে অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি নাই; অতএব, যে অনন্যসাধারণ রামবাহু বিবাহসময় অবধি, কি গৃহে, কি বনে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, উপধানস্থানীয় হইয়া আসিয়াছে, আজও সেই তোমার উপাধানকার্য্য সম্পাদন করুক। এই বলিয়া, রাম বাহুবিস্তার করিলেন; সীতা তদুপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইলেন।

রাম, স্নেহভরে কিয়ৎ ক্ষণ সীতার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে কহিতে লাগিলেন, কি চমৎকার যখনই প্রিয়ার বদনসুধাকর সন্দর্শন করি, তখনই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা অনির্বচনীয় আনন্দরসে

আপ্লুত হয়। ফলতঃ, ইনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা; নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী; ইঁহার স্পর্শ চন্দনরসাভিষেকস্বরূপ; বাহুলতা, কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত হইলে, শীতল মসৃণ মৌক্তিক হারের কার্য্য করে। কি আশ্চর্য্য! প্রিয়ার সকলই অলৌকিক-প্রীতিপ্রদ। রাম মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে সীতা, স্বপ্ন দেখিয়া, নিদ্রাবেশে কহিয়া উঠিলেন, হা নাথ! কোথায় রহিলে।

সীতার স্বপ্নভাষিত শ্রবণ করিয়া, রাম কহিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! চিত্রদর্শনে প্রিয়ার অন্তঃকরণে যে অতীত বিরহভাবনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্নে অস্তিত্ব-পরিগ্রহ করিয়া যাতনাপ্রদান করিতেছে। এই বলিয়া, সীতার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে করিতে, রাম প্রেমভরে প্রফুল্ল-কলেবর হইয়া কহিতে লাগিলেন, আহা! অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ! কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত। ঈদৃশ প্রণয়সুখের অধিকারী হওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এরূপ প্রণয় জগতে নিতান্ত বিরল ও একান্ত দুর্লভ; যদি এত বিরল ও এত দুর্লভ না হইত, সংসারে সুখের সীমা থাকিত না।

রামের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই, প্রতিহারী সম্মুখে

আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! দুর্মুখ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, কি আজ্ঞা হয়। দুর্মুখ অন্তঃপুরচারী অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য। রাম তাহাকে, নূতনরাজশাসনবিষয়ে পৌরগণের ও জানপদবর্গের অভিপ্রায়পরিজ্ঞানার্থ, নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে প্রতিদিন প্রচ্ছন্ন ভাবে ঐ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিত, এবং যে দিবস যাহা জানিতে পারিত, রামের গোচর করিয়া যাইত। এক্ষণে উহাকে সমাগত শ্রবণ করিয়া, রাম প্রতিহারীকে কহিলেন, ত্বরায় তাহাকে আমার নিকটে আসিতে বল। দুর্মুখ আসিয়া প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাম তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কেমন হে দুর্মুখ! আজ কি জানিতে পারিয়াছ? দুর্মুখ কহিল, মহারাজ! কি পৌরগণ, কি জানপদগণ, সকলেই কহে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে আছি।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, তুমি প্রতিদিনই প্রশংসাবাদের সংবাদ দিয়া থাক; যদি কেহ কোন দোষ কীর্তন করিয়া থাকে, বল, তাহা হইলে প্রতিবিধানে যত্নবান্ হই; আমি স্তুতিবাদশ্রবণমানসে তোমায় অনুসন্ধান করিতে পাঠাই নাই। দুর্মুখ অন্যান্য দিবস স্তুতিবাদমাত্র শ্রবণ করিয়া আসিত, সুতরাং যাহা শুনিত তাহাই অকপটে রামের নিকটে

জানাইত ; সে দিবস, সীতাসংক্রান্ত দোষকীর্ত্তন শুনিয়া, অপ্রিয়সংবাদপ্রদান অনুচিত বিবেচনায়, গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে রাম দোষকীর্ত্তনকথার উল্লেখ করিবা-মাত্র, সে চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল ; পরে, কথঞ্চিৎ বুদ্ধি স্থির করিয়া, শুষ্ক মুখে বিকৃত স্বরে কহিল, না মহারাজ! আজ কোন দোষকীর্ত্তন শুনিতে পাই নাই। সে এই রূপে অপলাপ করিল বটে, কিন্তু তাহার আকারপ্রকারদর্শনে রামের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল ; তখন তিনি অত্যন্ত চলচিত্ত হইয়া আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, তুমি অবশ্যই দোষ-কীর্ত্তন শুনিয়াছ, অপলাপ করিতেছ কেন? কি শুনিয়াছ, বল, বিলম্ব করিও না ; না বলিলে আমি যার পর নাই কুপিত হইব, এবং জন্মাবচ্ছিন্নে তোমার মুখাবলোকন করিব না।

রামের নির্বন্ধাতিশয়দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, দুর্ম্মুখ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম? কি রূপে রাজমহিষীসংক্রান্ত জনাপবাদ মহারাজের গোচর করিব? আমি অতি হতভাগ্য নতুবা এরূপ কর্ম্মের ভারগ্রহণ করিব কেন? কিন্তু যখন অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া ভারগ্রহণ করিয়াছি, তখন প্রভুর নিকট অবশ্যই যথার্থ বলিতে হইবেক। এই স্থির করিয়া, সে

কম্পিতকলেবর হইয়া কহিল, মহারাজ! যদি আমায় সকল কথা যথার্থ বলিতে হয়, আপনি গাত্রোত্থান করিয়া গৃহান্তরে চলুন; আমি সে সকল কথা প্রাণান্তেও এখানে বলিতে পারিব না। রাম শুনিবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়া ছিলেন যে, সীতার জাগরণপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, আস্তে আস্তে আপন হস্ত হইতে তাঁহার মস্তক নামাইলেন, এবং দুর্ম্মুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্বর সন্নিহিত গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

এই রূপে গৃহান্তরে উপস্থিত হইয়া, রাম সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক দুর্ম্মুখকে কহিলেন, বিলম্ব করিও না, কি শুনিয়াছ বিশেষ করিয়া বল; তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে নানা সংশয় উপস্থিত হইতেছে। সে কহিল, মহারাজ! যে সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াছি, তাহা মহারাজের নিকট বলিতে হইবেক এই মনে করিয়া, আমার সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, যখন হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া ওরূপ কর্ম্মের ভার লইয়াছি, তখন অবশ্যই বলিতে হইবেক। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, নিবেদন করিতেছি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ! প্রায় সকলেই একবাক্য হইয়া অশেষ প্রকারে সুখ্যাতি করিয়া কহে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে বাস

করিতেছি, কোন রাজা কোশলদেশে শাসনের এরূপ সুপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু, কেহ কেহ রাজমহিষীর কথা উল্লেখ করিয়া কুৎসা করিয়া থাকে। তাহারা কহে আমাদের রাজার মন বড় নির্ব্বিকার; একাকিনী সীতা এত কাল রাবণগৃহে রহিলেন, তিনি তাহাতে কোন দ্বৈধ বা দোষবোধ না করিয়া অনায়াসে তাঁহারে গৃহে আনিলেন। অতঃপর আমাদের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রদোষ ঘটিলে, তাহাদের শাসন করা ভার হইবেক; শাসন করিতে গেলে তাহারা সীতার কথা উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে নিরুত্তর করিবেক। অথবা, রাজা ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা; তিনি যে ধর্ম্ম অনুসারে চলিবেন, আমরা প্রজা, আমাদিগকেও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। মহারাজ! যাহা শুনিয়াছিলাম, নিবেদন করিলাম, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। হা বিধাতঃ! এত দিনের পর তুমি আমার দুর্মুখনাম যথার্থ করিলে। এই বলিয়া বিদায় লইয়া, রোদন করিতে করিতে, দুর্মুখ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দুর্মুখমুখে সীতাসংক্রান্ত অপবাদবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, রাম হা হতোঽস্মি বলিয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন, এবং গলদশ্রু লোচনে আকুল বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় কি সর্ব্বনাশের কথা

শুনিলাম! ইহা অপেক্ষা আমার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাত হইল না কেন? আমি কিজন্য এখনও জীবিত রহিয়াছি? আমি নিতান্ত হতভাগ্য! নতুবা কি নিমিত্ত আমায় উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া বনবাস আশ্রয় করিতে হইবে? কি নিমিত্তই দুর্বৃত্ত দশানন, পঞ্চবটী প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ-প্রিয়া জানকীরে হরণ করিয়া, নির্ম্মল রঘুকুল অভূতপূর্ব্ব অপবাদে দূষিত করিবে? কি নিমিত্তই বা সেই অপবাদ, অদ্ভুত উপায় দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে অপনীত হইয়াও, দৈবদুর্বিপাকবশতঃ পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া সর্ব্বতঃ সঞ্চরিত হইবেক? সর্ব্বথা, রামের জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ দুঃখভোগের নিমিত্তই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন কি করি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে; এক্ষণে, অমূলক বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করি, অথবা, নিরপরাধা জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া কুলের কলঙ্কবিমোচন করি; কি করি, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কেহ কখন আমার ন্যায় উভয় সঙ্কটে পড়ে না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অধোদৃষ্টিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন, অথবা এ বিষয়ে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছি,

সর্ব্বোপায়ে লোকরঞ্জন করাই আমার প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম; সুতরাং জানকীরেই পরিত্যাগ করিতে হইল। হা হত বিধে! তোমার মনে এই ছিল। এই বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে চেতনাসঞ্চার হইলে, রাম নিতান্ত করুণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, যদি আর চেতনা না হইত; তাহা হইলে, আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর হইত, নিরপরাধা জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া দুরপনের পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইত না। এইমাত্র অষ্টাবক্রসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি লোকরঞ্জনানুরোধে জানকীরেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। এরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি আমার মুখ হইতে তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল! হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরু-ভ্রমে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া ছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধম, নতুবা বিনা অপরাধে

তোমায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ পাই; আর বাঁচিয়া ফল কি; আমার জীবিত-প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্য-প্রায় বোধ হইয়াছে।

এইরূপ কহিতে কহিতে, একান্ত আকুলহৃদয় ও কম্পমান-কলেবর হইয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে, হায়! কি হইল বলিয়া, কৌশল্যা-প্রভৃতিকে উদ্দেশে সম্ভাষণ করিয়া, কাতর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা মাতঃ! হা তাত জনক! হা দেবি বসুন্ধরে! হা ভগবতি অরুন্ধতি! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনাহৃদয়নন্দন! তোমরা কোথায় রহি-য়াছ, কিছুই জানিতেছ না, এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। অথবা, আর, আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নামগ্রহণে অধিকারী নহি; আমার ন্যায় মহা-পাতকী নামগ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবেক। আমি যখন সরলহৃদয়া শুদ্ধচারিণী পতিপ্রাণা কামিনীরে, নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও, অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাম মন্ত্রভবনে প্রবিষ্ট হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং সন্নিহিত পরিচারক দ্বারা ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন তিন জনকে, সত্বর উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। দিবাবসানসময়ে আর্য্য জনকতনয়াসহবাসে কাল-যাপন করেন, ঈদৃশ সময়ে মন্ত্রভবনে গমন করিয়া, অকস্মাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিলেন কেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ভরতপ্রভৃতি অত্যন্ত সন্দিহান ও আকুলহৃদয় হইলেন, এবং মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে, সত্বর গমনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, রাম করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া একাকী উপবিষ্ট আছেন, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতেছে। অগ্রজের তাদৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া, অনুজেরা বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং কি কারণে তিনি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান

আর কে আছে? হা রামময়জীবিতে! পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে পরিণামে তোমার যে এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক, তাহা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় বজ্রলেপময়, নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমায় ঈদৃশ কঠিনহৃদয় করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে, অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব কেন?

এই বলিয়া, গলদশ্রু নয়নে বিশ্রামভবনে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক, রাম নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! হতভাগ্য রাম এ জন্মের মত বিদায় লইতেছে। অনন্তর, পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি বিশ্বম্ভরে! দুরাত্মা রাম পরিত্যাগ করিল, অতঃপর তুমি তোমার তনয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করিও। এই বলিয়া, দুর্ব্বিষহ শোক-দহনে দগ্ধহৃদয় হইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অনুজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যনিরূপণনিমিত্ত, মন্ত্র-ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

রহিলেন। অতি বিষম অনিষ্টসঙ্ঘটন আশঙ্কা করিয়া, তিন জনের মধ্যে কাহারও এরূপ সাহস হইল না যে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে, তাঁহারাও তিন জনে, ঘোরতর বিপৎপাত নিশ্চয় করিয়া, এবং রামের তাদৃশদশাদর্শনে নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে রাম, উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ ও নয়নের অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া, সস্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা, আসনপরিগ্রহ করিয়া, কাতর নয়নে রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে তাঁহারাও, যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া, প্রভূতবাষ্পবারিমোচন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্য! আপনকার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয়ভাবদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোন অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি কখন অল্প কারণে আকুলিত হয় না, সামান্য বায়ুবেগপ্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব, কি কারণে

আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনকার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

লক্ষ্মণ এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে কারণজিজ্ঞাসু হইলে, রামচন্দ্র অতি দীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগপূর্ব্বক, দুর্ব্বহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, নিতান্ত কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎস ভরত! বৎস লক্ষ্মণ! বৎস শত্রুঘ্ন! তোমরা আমার জীবন, তোমরা আমার সর্ব্বস্ব ধন, তোমাদের নিমিত্তই আমি দুর্ব্বহরাজ্যভারবহনক্লেশ সহ্য করিতেছি। হিতসাধনে বা অহিতনিরাকরণে তোমরাই আমার প্রধান সহায়। আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি, এবং সেই বিপদ হইতে উদ্ধারলাভবাসনায় তোমাদিগকে অসময়ে আহ্বান করিয়াছি। আপতিত অনিষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায় আছে। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বোধ করিয়াছি। তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর; সকল বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমাদের গোচর করিয়া, সমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা উপস্থিত বিপৎপাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব।

এই বলিয়া, রাম বিরত হইলেন, এবং পুনর্বার প্রবল বেগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনুজেরা, তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আর্য্যের লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশ্যই অতি বিষম অনর্থপাত ঘটিয়াছে; না জানি কি সর্ব্বনাশের কথাই বলিবেন। কিন্তু অনুভবশক্তি দ্বারা কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহারা একান্ত আকুল হৃদয়ে তদীয় বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভাব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাপালন ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্ম্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমার মত হতভাগ্য আর নাই; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। লক্ষ্মণ তোমার কিছুই অবিদিত নাই। যৎকালে আমরা তিন জনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করি, দুর্বৃত্ত দশানন আমাদের অনুপস্থিতিকালে বলপূর্ব্বক সীতারে হরণ করিয়া লইয়া যায়। সীতা একাকিনী

সেই দুর্বৃত্তের আলয়ে দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে, আমরা সুগ্রীবের সহায়তায়, সেই দুরাচারের সমুচিত শাস্তি-বিধান করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতারে গ্রহণ করিয়া গৃহে আনিয়াছি, ইহাতে পৌরগণ ও জানপদবর্গ অসন্তোষ প্রদর্শন ও অযশ ঘোষণা করিতেছে। এজন্য, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীরে পরিত্যাগ করিব। সর্ব্ব প্রযত্নে প্রজারঞ্জন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম। যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্য্যের ন্যায়, বৃথা জীবনধারণের ফল কি বল। এক্ষণে, তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদনপ্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।

অগ্রজের এই কথা শ্রবণ করিয়া, অনুজেরা যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন, এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অধোমুখে মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। পরিশেষে, লক্ষ্মণ অতি কাতর স্বরে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আপনি যখন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা কখন তাহাতে দ্বিরুক্তি বা আপত্তি উত্থাপন করি নাই। এক্ষণেও আমরা আপনকার আজ্ঞাপ্রতিরোধে প্রবৃত্ত নহি। কিন্তু আপনকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আমাদের প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে। আমরা

যে আপনকার নিকটে আসিয়া এরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনিব, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে আমাদের অন্তঃকরণে সে আশঙ্কার উদয় হয় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, যদি অনুমতিপ্রদান করেন, নিবেদন করি।

লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম কহিলেন, বৎস! যা বলিতে ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে বল। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যা জানকী একাকিনী রাবণগৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন যথার্থ বটে, এবং রাবণও অতি দুর্বৃত্ত, তাহার কোন সংশয় নাই। কিন্তু দুরাচারের সমুচিতশাস্তিবিধানের পর, আর্য্যা আপনকার সম্মুখে আনীত হইলে, আপনি লোকাপবাদভয়ে, প্রথমতঃ তাঁহারে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। পরে, অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা তিনি শুদ্ধচারিণী বলিয়া নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইলে, আপনি তাঁহারে গ্রহণ করিয়াছেন ও গৃহে আনিয়াছেন। সেই পরীক্ষাও সর্ব্বজনসমক্ষে সমাহিত হইয়াছিল। আমরা উভয়ে, আমাদের সমস্ত সেনা ও সেনাপতিগণ, এবং যাবতীয় দেব, দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই, সাধুবাদপ্রদানপূর্ব্বক, আর্য্যাকে একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারে আর পরগৃহবাসনিবন্ধন অপবাদে দূষিত করিবার সম্ভাবনা নাই।

অতএব, আপনি কি কারণে এক্ষণে এরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অমূলকলোকাপবাদ-শ্রবণে ভবাদৃশ মহানুভাবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সামান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই; তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য; যাহা তাহাদের মনে উদয় হয়, তাহাই বলে, এবং যাহা শুনে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, তাহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে, সংসারযাত্রানির্বাহ হয় না। আর্য্যা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী তদ্বিষয়ে, অন্ততঃ আমি যত দূর জানি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে আপনকার অন্তঃকরণে সংশয় নাই, এবং অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আপন শুদ্ধচারিতার যে অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহার অন্তঃকরণে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, আর্য্যাকে পরিত্যাগ করিলে, লোকে আমাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করিবে, এবং ধর্ম্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদিগকে দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবেক। অতএব, আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যাবধারণ করুন। আমরা আপনকার একান্ত আজ্ঞাবহ, যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই অসন্দিহান চিত্তে শিরোধার্য্য করিব।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলেন, রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বৎস! সীতা যে একান্ত শুদ্ধচারিণী, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। সামান্য লোকে যে, কোন বিষয়ের সবিশেষ পরিগ্রহ না করিয়া, যাহা শুনে বা যাহা তাহাদের মনে উদয় হয়, তাহাতেই বিশ্বাস করে ও তাহারই আন্দোলন করে, তাহাও বিলক্ষণ জানি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রজাদিগের দোষ নাই, আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারিতা দোষেই এই বিষম সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। যদি আমরা অযোধ্যায় আসিয়া, সমবেত পৌরগণ ও জানপদবর্গ সমক্ষে, জানকীর পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে তৎসংক্রান্ত সকল সংশয় অপসারিত হইত। সীতা, অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, আত্মশুদ্ধচারিতার অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেই পরীক্ষার যথার্থতাবিষয়ে প্রজালোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। বোধ করি, অনেকে পরীক্ষাব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ অবগত নহে। সুতরাং সীতার চরিত্রবিষয়ে তাহাদের কোন অংশে সংশয় দূর হয় নাই। বিশেষতঃ, রাবণের চরিত্র ও বহু কাল একাকিনী সীতার তদীয় আলয়ে অবস্থান, এই দুই বিবেচনা করিলে, সীতার চরিত্রবিষয়ে

সন্দিহান হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব, আমি প্রজাদিগকে কোন ক্রমে দোষ দিতে পারি না। আমারই অদৃষ্টবশতঃ এই অভূতপূর্ব্ব উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে। আমি যদি রাজ্যভার গ্রহণ না করিতাম, এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রজারঞ্জনপ্রতিজ্ঞায় বদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে, অমূলক লোকাপবাদে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া, নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতাম। যদি রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে জীবনধারণের ফল কি? দেখ, প্রজালোকে সীতাকে অসতী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে সেই সিদ্ধান্তের অপনয়ন করা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। সুতরাং, সীতাকে গৃহে রাখিলে, তাহারা আমারে অসতীসংসর্গী বলিয়া ঘৃণা করিবেক। যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি প্রজারঞ্জনানুরোধে প্রাণত্যাগে পরাঙ্মুখ নহি; তোমরা আমার প্রাণাধিক, যদি তদনুরোধে তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি; সে বিবেচনায় সীতাপরিত্যাগ তাদৃশ দুরূহ ব্যাপার নহে। অতএব, তোমরা যত বল না কেন, ও যত অন্যায় হউক না কেন, আমি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া কুলের কলঙ্ক বিমোচন করিব, নিশ্চয় করিয়াছি।

যদি তোমাদের আমার উপর দয়া ও স্নেহ থাকে, এ বিষয়ে আর আপত্তি উত্থাপন করিও না। হয় সীতা, নয় প্রাণ, পরিত্যাগ করিব; ইহার একতর পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে।

এই বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর লক্ষ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, বৎস! অন্তঃকরণ হইতে সকল ক্ষোভ দূর করিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর। ইতিপূর্ব্বেই সীতা তপোবনদর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন; সেই ব্যপদেশে, তুমি তাঁহারে লইয়া গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমপদে পরিত্যাগ করিয়া আইস; তাহা হইলে আমার প্রীতিসম্পাদন করা হয়। এ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব। তুমি কখন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর নাই। অতএব বৎস! কল্য প্রভাতেই আমার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবে, কোন মতে অন্যথা করিবে না। আর আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, আমি যে তাঁহারে পরিত্যাগ করিলাম, ভাগীরথী পার হইবার পূর্ব্বে, জানকী যেন কোন অংশে এ বিষয়ের কিছুমাত্র জানিতে না পারেন। তোমার হৃদয় কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম।

এই বলিয়া, রামচন্দ্র অবনত বদনে অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তিন জনে, জানকীপরিত্যাগবিষয়ে তাঁহাকে তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, আপত্তি উত্থাপনে বিরত হইয়া, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে রাম, লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার সীতানির্ব্বাসনপ্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদানপূর্ব্বক, সকলকে বিদায় করিয়া, বিশ্রামভবনে গমন করিলেন। চারি জনেরই যার পর নাই অসুখে রজনীযাপন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সারথে! অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিয়া আন, আর্য্যা জানকী তপোবনদর্শনে গমন করিবেন। সুমন্ত্র, আদেশ-প্রাপ্তিমাত্র, রথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ জানকীর বাসভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি, তপোবনগমনোপযোগী যাবতীয় আয়োজন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া রথের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লক্ষ্মণ সন্নিহিত হইয়া, আর্য্যে! অভিবাদন করি, এই বলিয়া প্রণাম করি-লেন। সীতা, বৎস! চিরজীবী ও চিরসুখী হও, এই বলিয়া অকৃত্রিমস্নেহসহকারে আশীর্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে! রথ প্রস্তুতপ্রায়, প্রস্থানের অধিক বিলম্ব নাই। সীতা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, বৎস! অদ্য প্রভাতে তপোবনদর্শনে যাইব, এই আনন্দে আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই; যাবতীয় আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, রথ উপস্থিত হইলেই

আরোহণ করি। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর্য্যপুত্র এমন সময়ে আমার তপোবনগমনে আপত্তি করিবেন; তাহা না করিয়া, প্রসন্ন মনে সম্মতিপ্রদান করাতে, আমি কি পর্য্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, বলিতে পারি না। আমি জন্মান্তরে অনেক তপস্যা করিয়াছিলাম। সেই তপস্যার ফলে এমন অনুকূল পতি লাভ করিয়াছি; আর্য্যপুত্রের মত অনুকূল পতি কখন কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আর্য্যপুত্রের স্নেহ, দয়া ও মমতার কথা মনে হইলে, আমার সৌভাগ্যগর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি দেবতাদিগের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, যদি পুনরায় নারীজন্ম হয়, যেন আর্য্যপুত্রকে পতিলাভ করি। এই বলিয়া, সীতা প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে কহিলেন, বৎস! বনবাসকালে মুনিপত্নীদিগের সহিত আমার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে দিবার নিমিত্ত এই সমস্ত বিচিত্র বসন ও মহামূল্য আভরণ লইয়াছি।

এই বলিয়া, সীতা সেই সমুদয় লক্ষ্মণকে দেখাইতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়াছেন। সীতা তপোবনদর্শনে যাইবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়া ছিলেন, যে শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী লইয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। অনধিক সময়েই,

রথ অযোধ্যা হইতে বিনির্গত হইয়া জনপদে প্রবিষ্ট হইল। সীতা, নয়নের ও মনের প্রীতিপ্রদ প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া, প্রীত মনে কহিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! আমি যে এই সকল মনোহর প্রদেশ দর্শন করিতেছি, ইহা কেবল আর্য্যপুত্রের প্রসাদের ফল; তিনি প্রসন্ন মনে অনুমোদন না করিলে, আমার ভাগ্যে এ প্রীতিলাভ ঘটিয়া উঠিত না। আমি যেমন আহ্লাদ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও তেমনই অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, মুগ্ধস্বভাবা সীতার এইরূপ হর্ষাতিশয় দর্শন করিয়া, এবং অবশেষে রামচন্দ্র কিরূপ অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া, মনে মনে ম্রিয়মাণ হইলেন, অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিলেন, এবং অনেক যত্নে ভাবগোপন করিয়া সীতার ন্যায় হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ দূর গমন করিলে পর, সীতা সহসা ম্লানবদনা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এত ক্ষণ আমি মনের আনন্দে আসিতেছিলাম; কিন্তু সহসা আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল; দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে, অন্তঃকরণ যার পর নাই ব্যাকুল হইতেছে, পৃথিবী শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি। অকস্মাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখের আবির্ভাব হইল কেন,

কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি আর্য্যপুত্র কেমন আছেন; হয় তাঁহার কোন অশুভঘটনা হইয়াছে, নয় প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নের কোন অনিষ্ট ঘটিয়াছে; কিংবা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতেই কোন অমঙ্গল সংবাদ আসিয়াছে; তথায় গুরুজন কে কেমন আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, কোনপ্রকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; নতুবা এমন আনন্দের সময় এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখসঞ্চার উপস্থিত হইবে কেন? বৎস! কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে বল; আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আর আমার তপোবনদর্শনে অভিলাষ হইতেছে না; আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আর্য্যপুত্র সঙ্গে আসিবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহার আসা হইল না কেন? রথে উঠিবার সময় আহ্লাদে তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসিতে ভুলিয়া ছিলাম। তাঁহার না আসাতেও আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। বৎস! কি করি বল, আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমেই প্রবল হইতেছে। রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্ব ক্ষণে, ঠিক এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল; আবার কি সেইরূপ কোন উৎপাত উপস্থিত হইবে? না জানি, কি সর্ব্বনাশই ঘটিবে।

এক বার মনে হইতেছে, তপোবনদর্শনে না আসিলেই ভাল হইত, আর্য্যপুত্রের নিকটে থাকিলে কখন এরূপ অসুখ উপস্থিত হইত না; এক এক বার মনে হইতেছে, আর আমি এ জন্মে আর্য্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না।

সীতার এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইলেন, কিন্তু অতি কষ্টে ভাব গোপন করিয়া শুষ্ক মুখে বিকৃত স্বরে কহিলেন, আর্য্যে! আপনি কাতর হইবেন না, রঘুকুলদেবতারা আমাদের মঙ্গল করিবেন। বোধ হয়, সকলকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কেহ নিকটে নাই, এজন্যই আপনকার এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। আপনি অস্থির হইবেন না, কিয়ৎ ক্ষণ পরেই উহার নিবৃত্তি হইবেক। মধ্যে মধ্যে সকলেরই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে এক ভাবে থাকে না। আপনি অত উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য অনুভব করিয়া, অধিকতর কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার ভাবদর্শনে আমার অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমি কখন তোমার মুখ এরূপ ম্লান দেখি নাই। যদি কোন অনিষ্টসংঘটন হইয়া থাকে, ব্যক্ত করিয়া বল। বলি, আর্য্যপুত্র ভাল আছেন ত? কল্য অপরাহ্লের পর আর তাঁর

সঙ্গে দেখা হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এত ক্ষণ এত অসুখ থাকিত না। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; আপনকার উৎকণ্ঠা ও অসুখ দেখিয়া, আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ও অসুখবোধ করিয়াছিলাম; তাহাতেই আপনি আমার মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য অনুমান করিয়াছেন; নতুবা বাস্তবিক তাহা নহে; উহা মনে করিয়া, আপনি বিরুদ্ধ ভাবনা উপস্থিত করিবেন না। যত ভাবিবেন, যত আন্দোলন করিবেন, ততই উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবে।

এইরূপ বলিতে বলিতে, তাঁহারা গোমতীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে, সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন। সায়ংসময়ে গোমতীতীর পরম রমণীয় হইয়া উঠে। তৎকালে তথায় অতি অসুস্থচিত্ত ব্যক্তিও স্থিরচিত্ত হয় ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করে। সৌভাগ্যক্রমে সীতারও উপস্থিত আন্তরিক অসুখের সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইল। লক্ষ্মণ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা সে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। জানকী পথশ্রমে, বিশেষতঃ মনের উৎকণ্ঠায়, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ছিলেন, সুতরাং ত্বরায় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি যত ক্ষণ জাগরিত ছিলেন, লক্ষ্মণ

সতর্ক হইয়া তাঁহাকে নানা মনোহর কথায় এরূপ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন যে, তিনি অন্য কোন দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ পান নাই। ফলতঃ, দিবাভাগে জানকীর যেরূপ অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, রজনীতে তাহার আর কোন লক্ষণ ছিল না।

প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা গোমতীতীর হইতে প্রস্থান করিলেন। সীতা, বামে ও দক্ষিণে পরম রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া, যার পর নাই প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব দিন যে তাঁহার তাদৃশ উৎকণ্ঠা ও অসুখ-সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কোন লক্ষণ লক্ষিত হইল না।

অবশেষে রথ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া, সীতাকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবেক, এই ভাবিয়া লক্ষ্মণের শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি ভাবগোপন বা অশ্রুবেগসংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! কি কারণে তোমার এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, বল। তখন লক্ষ্মণ নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; বহু কালের পর ভাগীরথীদর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয়

হইয়াছে, তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্প-বারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কপিলশাপে ভস্মাবশেষ হইয়া ছিলেন; ভগীরথ কত কষ্টে, গঙ্গাদেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া, তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন; বোধ হয়, তাহাই ভাগীরথীদর্শনে স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া, লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্যোগ করিতে কহিতে লাগিলেন; কিন্তু গঙ্গা পার হইলেই যে এ জন্মের মত দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তরণীসংযোগ হইল। লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথস্থাপন করিতে কহিয়া, সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণমধ্যেই তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা তপোবন দেখিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমার কিছু বক্তব্য আছে, এই স্থানে নিবেদন করিব। এই বলিয়া, তিনি অধোবদনে অশ্রু-

বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া, এত আকুল হইলে কেন? কি বলিবে ত্বরায় বল; তোমার ভাবান্তর দেখিয়া আমার চিত্ত একান্ত অস্থির হইতেছে; যাহা বলিবে ত্বরায় বল, আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। তুমি কি আসিবার সময় আর্য্যপুত্রের কোন অশুভঘটনা শুনিয়া আসিয়াছ, না অন্য কোনপ্রকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে? কি হইয়াছে, শীঘ্র বল। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! বলিব কি, আমার বাক্যনিঃসরণ হইতেছে না; আর্য্যের আজ্ঞাবহ হইয়া আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে, আমি সৌভাগ্যজ্ঞান করিতাম; যদি মৃত্যু হইতে কোন অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল; তাহা হইলে আজ আমায় আর্য্যের ধর্ম্মবহির্ভুত আদেশ প্রতি-পালন করিতে হইত না। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল! এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইয়া; লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা, লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর অবলোকন করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন;

অনন্তর, হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অঞ্চল দ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া দিলেন; এবং, তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কি কারণে তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যেই বা তুমি আপনার মৃত্যুকামনা করিলে? তোমায় একান্ত বিকলচিত্ত দেখিতেছি; অল্প কারণে তুমি কখনই এত আকুল ও অস্থির হও নাই। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? তুমি তদ্গতপ্রাণ, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যেই কল্য অপরাহ্ণে আমার তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল। যাহা হয়, ত্বরায় বলিয়া, আমায় জীবন দান কর, আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; না হইলে এমন সময়ে তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দেখিয়া, লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্যনিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, অবশেষে অবশ্যই বলিতে হইবেক, এই ভাবিয়া লক্ষ্মণ বলিবার নিমিত্ত

বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া, সীতা তাঁহার হস্তে ধরিয়া ব্যাকুলচিত্তে কাতর বচনে বারংবার এই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বৎস! আর বিলম্ব করিও না, আর্য্যপুত্র যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা, যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, ত্বরায় বল; তুমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বল। তোমার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কি হইয়াছে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না; আমি আর এক মুহূর্ত্ত এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারি না; যাহা হয় বলিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর; বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই; যদি তিনি কুশলে থাকেন, আমার আর যে সর্ব্বনাশ ঘটুক না কেন, আমি তাহাতে তত কাতর হইব না। আমার মাথা খাও, তোমার আর্য্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল। আর বিলম্ব করিলে, তুমি অধিক ক্ষণ আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না। যদি যাতনা দিয়া আমার প্রাণবধ করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না।

সীতার এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া, লক্ষ্মণ ভাবি-

লেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে! তখন, অনেক যত্নে চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া, অতি কষ্টে বাক্য-নিঃসরণ করিলেন; কহিলেন, আর্য্যে! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; আপনি একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন, সেই কারণে পৌরগণ ও জানপদবর্গ, আপনকার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অপবাদঘোষণা করিয়া থাকে। আর্য্য তাহা শুনিয়া এক বারে স্নেহ, দয়া ও মমতার বিসর্জ্জন দিয়া, অপবাদবিমোচনার্থে আপনারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমায় এই আদেশ দিয়াছেন, তুমি তপোবনদর্শনচ্ছলে লইয়া গিয়া বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাও শ্রবণমাত্র হতচেতনা হইয়া, বাতাভিহতা কদলীর ন্যায়, ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি অনেক যত্নে জানকীর চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনা লাভ করিয়া উন্মত্তার ন্যায়, স্থির নয়নে লক্ষ্মণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতপ্রায়, অধোবদনে গলদশ্রু নয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সীতার নয়ন-যুগলহইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল,

ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছু দেখিতে না পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে বল? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখ-ভোগের নিমিত্তই আমার নারীজন্ম হইয়াছিল। বৎস! অবশেষে আমার যে এ অবস্থা ঘটিবে, তাহা কাহার মনে ছিল। বহু কালের পর আর্য্যপুত্রের সহিত সমাগত হইলে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি এই অবধি দুঃখের অবসান হইল; কিন্তু বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এতই ছিল?

এই বলিতে বলিতে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না, অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি জন্মা-

ন্তরে কত মহাপাতক করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না; নতুবা বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিবেন কেন? বিধাতারই বা অপরাধ কি, সকলে আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করে; আমি জন্মান্তরে যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি। বোধ করি, পূর্ব্ব জন্মে কোন পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিয়োজিতা করিয়াছিলাম, সেই মহাপাপেই আজ আমার এই দুরবস্থা ঘটিল; নতুবা আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন; তথাপি যে এমন সময়ে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, সে কেবল আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ। বৎস! আমি বনবাসে কাতর নহি। আর্য্যপুত্রের সহবাসে বহু কাল বনবাসে ছিলাম, তাহাতে এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আর্য্যপুত্রসহবাসে যাবজ্জীবন বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছুমাত্র অসুখ হইত না। সে যা হউক, আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্য্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব। তাঁহারা আর্য্যপুত্রকে করুণাসাগর বলিয়া জানেন; আমি প্রকৃত কারণ কহিলে, তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন

না; তাঁহারা অবশ্যই ভাবিবেন, আমি কোন ঘোরতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই মুহূর্ত্তে, তোমার সমক্ষে, জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবনধারণের ফল কি বল? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয়? আমি এই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, আর্য্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও, আমার প্রাণত্যাগ হইল না। বোধ করি, আমার মত কঠিন প্রাণ আর কার নাই, নতুবা এখনও নির্গত হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা আমায় চিরদুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, প্রাণত্যাগ হইলে তাঁহার সে সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায়, এজন্যই জীবিত রহিয়াছি।

এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে, সীতা দীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে, হায় কি হইল বলিয়া, পুনরায় মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। সুশীল লক্ষ্মণ, দেখিয়া শুনিয়া, নিতান্ত কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং রামচন্দ্রের অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব লোকানুরাগপ্রিয়তাই এই অভূতপূর্ব্ব অনর্থের মূল, এই ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ-প্রায় হইয়া, কহিতে লাগিলেন, যদি ইতিপূর্ব্বে আমার মৃত্যু

হইত, তাহা হইলে এই লোকবিগর্হিত ধর্ম্মবিবর্জ্জিত বিষম কাণ্ড দেখিতে হইত না। আমি আর্য্যের আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত হইয়া অতি অসৎ কর্ম্মই করিয়াছি। আমার মত পাষণ্ড ও পাষাণহৃদয় আর নাই, নতুবা এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিব কেন? কি রূপে এরূপ সরলহৃদয়া শুদ্ধচারিণী পতিপ্রাণা কামিনীকে এমন সর্ব্বনাশের কথা শুনাইলাম? যদি আর্য্যের আদেশপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া আমায় এ জন্মের মত তাঁহার বিরাগভাজন ও জন্মান্তরে নিরয়গামী হইতে হইত, তাহাও আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল। সর্ব্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম্ম করিয়াছি। হা বিধাতঃ! কেন তুমি আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে? হা কঠিন হৃদয়! তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? হা কঠিন প্রাণ! তুমি এখনও প্রস্থান করিতেছ না কেন? হা দগ্ধ কলেবর! তুমি এখনও সর্ব্বাবয়বে বিশীর্ণ হইতেছ না কেন? আর আমি আর্য্যার এ অবস্থা দেখিতে পারি না। হা আর্য্য! তুমি যে এমন কঠিনহৃদয়, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। যদি তোমার মনে এতই ছিল, তবে আর্য্যার উদ্ধারসাধনে তত সচেষ্ট হইবার কি প্রয়োজন ছিল! দশানন হরণ করিয়া লইয়া গেলে পর, উন্মত্ত ও হতচেতন হইয়া হাহাকার করিয়া

বেড়াইবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? তুমি অবশেষে এই করিবে বলিয়া কি আমরা লঙ্কাসমরের দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলাম? যাহা হউক, তোমার মত নির্দয় ও নৃশংস ভূমণ্ডলে কেহ নাই।

কিয়ৎ ক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ ও রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া লক্ষ্মণ উচ্ছলিতশোকাবেগসংবরণপূর্ব্বক সীতার চৈতন্য-সম্পাদনে সযত্ন হইলেন। চেতনাসঞ্চার হইলে, সীতা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া, স্নেহভরে লক্ষ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টায়ত্ত, আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়াছে, তুমি আর সেজন্য কাতর হইও না; শোকসংবরণ কর। আমার ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া, ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকট যাও। তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া কাতর ও অস্থির হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার শোকনিবারণ ও চিত্তের স্থিরতা হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। তাঁহাকে কহিবে, আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, ক্ষোভ করিবার আবশ্যকতা নাই, তিনি সদ্বিবেচনার কর্ম্মই করিয়াছেন। প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম; আমায় পরিত্যাগ করিয়া, তিনি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন জানি, তিনি যে কেবল

লোকাপবাদভয়ে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তিনি যেন শোক ও ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত মনে প্রজাপালন করেন। তাঁহার চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া কহিবে যে, যদিও আমি লোকাপবাদভয়ে অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইলাম, যেন তাঁহার চিত্তবৃত্তি হইতে এক বারে অপসারিত না হই। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশে ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন। আর, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া কহিবে, যদিও ভার্য্যাভাবে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হই। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, যেখানে থাকি, তাঁহার অধিকারবহির্ভূত নই।

এই বলিয়া, একান্ত শোকাকুল হইয়া, সীতা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, অত্যন্ত কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, আমি সেজন্য তত কাতর নহি, পাছে আর্য্যপুত্রের মনে ক্লেশ হয় সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইতেছি। তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিবে, তিনি যেন শোকসংবরণ করিয়া ত্বরায় সুস্থচিত্ত হন। আমার ক্লেশের একশেষ হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু আমি তাঁহার অণুমাত্র দোষ দিব না, আমার যেমন

অদৃষ্ট তেমনই ঘটিয়াছে, সে জন্যে তিনি যেন ক্ষোভ না করেন। বৎস! তোমায় আমার অনুরোধ এই, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে, ক্ষণ কালের নিমিত্তে তাঁহায় একাকী থাকিতে দিবে না; একাকী থাকিলেই তাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবে। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল। যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। এই বলিয়া, লক্ষ্মণের হস্তে ধরিয়া, সীতা বাষ্পপরিপ্লুত লোচনে করুণ বচনে কহিলেন, তুমি আমার নিকট শপথ করিয়া বল, এ বিষয়ে কদাচ ঔদাস্য করিবে না। আমি তপোবনে থাকিয়া যদি লোকমুখে শুনিতে পাই, আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন, তাহা হইলেই আমার সকল দুঃখ দূর হইবেক।

এই বলিতে বলিতে, সীতার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদীয় পতি-পরায়ণতার সম্পূর্ণ প্রমাণপূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, লক্ষ্মণের শোকাবেগ প্রবল বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সীতা লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! শোকাবেগ-সংবরণ করিয়া ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে যাও, আর বিলম্ব করিও না। বারংবার এইরূপ কহিয়া, তিনি লক্ষ্মণকে

বিদায় করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। লক্ষ্মণ, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং গলদশ্রু লোচনে কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! আপনি পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি আর্য্যের একান্ত আজ্ঞাবহ; যখন যাহা আদেশ করেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করি। প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াও অগ্রজের আজ্ঞাপ্রতিপালন করা অনুজের প্রধান ধর্ম্ম। আমি, সেই অনুজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া, আর্য্যের এই বিষম আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছিলাম। আমি যে পাষাণহৃদয়ের কর্ম্ম করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিলাম। প্রার্থনা এই, আমার প্রতি আপনকার যে অনির্বচনীয় স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহার যেন বৈলক্ষণ্য না হয়। আর, আর্য্যের আদেশ অনুসারে এরূপ নৃশংস আচরণ করিয়া, আমি যে বিষম অপরাধ করিলাম, কৃপা করিয়া আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

লক্ষ্মণকে এইরূপ শোকাভিভূত দেখিয়া, সীতা কহিলেন, বৎস! তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন অকারণে এত কাতর হইতেছ ও পরিতাপ করিতেছ? তোমার উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কথা দূরে থাকুক, আমি কায়মনো-

বাক্যে দেবতাদিগের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিব, যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই; তুমি চিরজীবী হও। তুমি অযোধ্যায় গিয়া আর্য্যপুত্রচরণে আমার প্রণাম জানাইবে; ভরত, শত্রুঘ্ন ও আমার ভগিনীদিগকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিবে; শ্বশ্রূদেবীরা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহাদের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিবে। বৎস! তোমায় আর একটি কথা বলিয়া দি; আমি চিরদুঃখিনী, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই; সুতরাং আমার যে সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু এই করিও, যেন আমার ভগিনীগুলি দুঃখ না পায়। তাহারা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইবেক; যাহাতে ত্বরায় তাহাদের শোকনিবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তোমরা তিন জনে সতত যত্ন করিও; তাহারা সুখে থাকিলেও, আমার অনেক দুঃখ নিবারণ হইবেক। তাহাদিগকে বলিবে, আমি অদৃষ্টের ফলভোগ করিতেছি, আমার জন্যে শোকাকুল হইবার ও ক্লেশভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, স্নেহভরে বারংবার আশীর্বাদ করিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ বাষ্পাকুল লোচনে ও গদ্গদ বচনে, আর্য্যে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা

করিবেন, অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া, পুনরায় প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতা অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা ক্ষণকালমধ্যে ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ নিষ্পন্দ নয়নে জানকীকে নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে রথে অরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যত ক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মণ অনিমিষ নয়নে সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতাও স্থির নয়নে সেই রথে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। রথ ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইল। তখন লক্ষ্মণ, আর সীতাকে লক্ষিত করিতে না পারিয়া, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতাও, রথ নয়নপথের অতীত হইবামাত্র, যূথবিরহিত কুররীর ন্যায়, উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণ করিয়া, সন্নিহিত ঋষিকুমারেরা শব্দানুসারে ক্রন্দনস্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কামিনী, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া, অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে যার পর নাই কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত

হইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা ফল কুসুম কুশ সমিধ আহরণের নিমিত্ত, ভাগীরথীতীর-সন্নিহিত বনভাগে ভ্রমণ করিতেছিলাম; অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলাম, এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, এক অলৌকিকরূপলাবণ্য-সম্পন্না কামিনী নিতান্ত অনাথার ন্যায়, একান্ত কাতরা হইয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কমলাদেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তিনি কে, কি কারণে রোদন করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না; কিন্তু, তাঁহার কাতর ভাব অবলোকন ও বিলাপ-বাক্য আকর্ণন করিয়া, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমরা, সাহস করিয়া, তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। অবশেষে, আপনাকে সংবাদ প্রদান করা উচিত বিবেচনায়, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে, তথা হইতে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যাহা বিহিত বোধ হয়, করুন।

মহর্ষি, ঋষিকুমারদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং সীতার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, মধুরসম্ভাষণপূর্ব্বক, প্রশান্ত স্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎসে! বিলাপ পরিত্যাগ কর; কি কারণে তুমি আমার তপোবনে আগমন করিয়াছ, আমি তোমার

আসিবার পূর্ব্বেই সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি মিথিলাধিপতি রাজা জনকের দুহিতা, কোশলাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, এবং রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের মহিষী। রামচন্দ্র, অমূলকলোকাপবাদশ্রবণে চলচিত্ত ও সদসৎপরিবেদনাবিহীন হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। সীতা সান্ত্বনাবাদশ্রবণে নয়নের অশ্রুমার্জনা করিলেন, এবং সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষিকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া, গললগ্ন বসনে তদীয়চরণবন্দনা করিলেন। বাল্মীকি, রঘুকুলতিলক তনয় প্রসব কর, এই আশীর্বাদ প্রয়োগ করিয়া, কহিলেন, বৎসে! আর এখানে অবস্থিতি করিবার প্রয়োজন নাই, আমার আশ্রমে চল; আমি আপন তনয়ার ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব; তথায় থাকিয়া তুমি কোন বিষয়ে কোন ক্লেশ অনুভব করিবে না। জনপদবাসীরা বনের নামশ্রবণে ভয়াকুল হয়, কিন্তু তপোবনে ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের তপঃপ্রভাবে হিংস্র জন্তুরাও, স্বভাবসিদ্ধ হিংসাপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর সৌহৃদ্যভাবে অবস্থিতি করে। তপোবনের ঈদৃশ মহিমা যে, স্বল্প কাল অবস্থিতি করিলেই, চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন হয়। তোমাকে আসন্নপ্রসবা দেখিতেছি, প্রসবের পর অপত্যসংস্কারবিধি যথাবিধি সমাহিত হইবেক, কোন অংশে অঙ্গহীন হইবেক না। সম-

বয়স্কা মুনিকন্যারা তোমার সহচরী হইবেন; তাঁহাদের সহবাসে তোমার বিলক্ষণ চিত্তবিনোদন হইবে। বিশেষতঃ, তোমার পিতা আমার পরম সখা, সুতরাং আমার তপোবনে থাকিয়া তোমার পিতৃগৃহবাসের সকল সুখ সম্পন্ন হইবে; আমি অপত্যনির্বিশেষে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। অতএব, বৎসে! আর বিলম্ব করিও না, আমার অনুগামিনী হও।

এই বলিয়া, সীতারে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহর্ষি তপোবনে প্রবেশ করিলেন, এবং, সকল বিষয়ের সবিশেষ কহিয়া দিয়া, সমবয়স্কা মুনিকন্যাদিগের হস্তে সীতার ভারসমর্পণ করিলেন। মুকিকন্যারা অদীয়সমাগমলাভে পরম প্রীতি ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং যাহাতে ত্বরায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন হয়, তদ্বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সীতাকে বনবাস দিয়া, রাম যার পর নাই অধৈর্য্য ও অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন, এবং আহার, বিহার, রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া, অন্যের প্রবেশ প্রতিরোধপূর্ব্বক, একাকী আপন বাসভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানিতেন, এবং পৃথিবীতে যতপ্রকার প্রিয় পদার্থ আছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন। বস্তুতঃ, উভয়ের এক মন, এক প্রাণ, কেবল শরীরমাত্র বিভিন্ন ছিল। সীতা যেরূপ সাধুশীলা ও সরলান্তঃকরণা, রামও সর্ব্বাংশে তদনুরূপ ছিলেন ; সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা, পতিহিতৈষিণী ও পতিসুখে সুখিনী, রামও সেইরূপ সীতাগতপ্রাণ, সীতাহিতাকাঙ্ক্ষী ও সীতাসুখে সুখী ছিলেন। গৃহে রাজভোগে থাকিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখে সময় অতিবাহিত হইত, বনবাসে পরস্পরসন্নিধান বশতঃ বরং তদপেক্ষা অধিক সুখে কালযাপন হইয়াছিল।

বনবাস হইতে বিনিবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় ও অনুরাগ শত গুণে প্রগাঢ় হইয়া উঠে। উভয়ই উভয়কে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। রাম, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে, নিতান্ত নির্মম হইয়া, সীতাকে অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন; সুতরাং সীতানির্বাসনশোক একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

তাঁহার আন্তরিক অসুখের সীমা ছিল না। কেনই আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেনই আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, কেনই আমি পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম, কেনই আমি দুর্ম্মুখকে পৌরগণের ও জানপদবর্গের অভিপ্রায় পরিজ্ঞানার্থ নিয়োজিত করিলাম, কেনই আমি লক্ষ্মণের উপদেশবাক্য শ্রবণ না করিলাম, কেনই আমি নিতান্ত নৃশংস হইয়া সীতারে বনবাস দিলাম, কেনই আমি অসার রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া সীতার সমভিব্যাহারী না হইলাম, কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব, কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব, প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া অপেক্ষা আমার আত্মঘাতী হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃকল্প ছিল, ইত্যাদি প্রকারে তিনি অহোরাত্র বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দুঃসহ শোকানলে নিরন্তর জ্বলিত হইয়া, তাঁহার শরীর অর্দ্ধাবশিষ্ট হইল।

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে, লক্ষ্মণ নিতান্ত দীনভাবাপন্ন মনে অযোধ্যাপ্রবেশ করিলেন, এবং সর্ব্বাগ্রে রামচন্দ্রের বাসভবনে গমন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, গলদশ্রু লোচনে গদ্গদ বচনে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! দুরাত্মা লক্ষ্মণ আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিয়া আসিল। রাম অবলোকন ও আকর্ণন মাত্র, হা প্রেয়সি! বলিয়া, মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়াও, বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন তিনি কিয়ৎ ক্ষণ শূন্য নয়নে লক্ষ্মণের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, হাহাকার ও অতিদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগপূর্ব্বক, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি জানকীরে কোথায় রাখিয়া আসিলে, আমি তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব, আর যে যাতনা সহ্য হয় না, এই বলিয়া লক্ষ্মণের গলায় ধরিয়া উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়েই অধৈর্য্য হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ বাষ্পবিমোচন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ, অতি কষ্টে স্বীয় শোকাবেগ সংবরণ করিয়া রামকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, রাম লক্ষ্মণমুখে সীতাবিলাপান্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া তিনি বাক্শক্তি

রহিত হইয়া রহিলেন, এবং পূর্ব্বাপর সমুদয় ব্যাপার অন্তঃকরণে আলোচনা করিতে করিতে, দুঃসহ শোকভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ পুনরায় পরম যত্নে রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী দশা দর্শন করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর্য্য যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে এ জন্মে আর সুস্থচিত্ত হইতে পারিবেন না। শোকাপনোদনের কোন উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, সান্ত্বনার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি, এইরূপ আলোচনা করিয়া, বিনয়পূর্ণ প্রণয়গর্ভ বচনে কহিলেন, আর্য্য! শোকে ও মোহে এরূপ অভিভূত হওয়া ভবাদৃশ জনের উচিত নহে; আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। যাহা বিধিনির্ব্বন্ধ ছিল, ঘটিয়াছে; নতুবা আপনি অকারণে, অথবা সামান্য কারণে, আর্য্যাকে পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কাহার মনে ছিল। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চির দিনের জন্যে নহে; বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে, জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের কোন কালে অন্যথাভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, আপনকার শোকসংবরণ করা

উচিত। বিশেষতঃ, আপনি সকল লোকের হিতানুশাসনকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছেন; সে জন্যও আপনকার শোকাভিভূত হওয়া বিধেয় নহে। প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ শোকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবাদৃশ মহানুভাবদিগের একান্ত শোকাকুল হওয়া কদাচ উচিত হয় না। প্রাকৃত লোকেই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। অতএব, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, এবং অন্তঃকরণ হইতে অকিঞ্চিৎকর শোককে নিষ্কাশিত করিয়া, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন। আর ইহাও আপনকার অনুধাবন করা আবশ্যক, যে আপনি কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে আর্য্যারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর্য্যাকে গৃহে রাখিলে প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করিবেক, কেবল এই আশঙ্কায় আপনি তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোকাকুল হইলে, সে আশঙ্কার নিরাস হইতেছে না। সুতরাং যে দোষের পরিহারমানসে আপনি এই দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, সেই দোষ পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিতেছে, আর্য্যাপরিত্যাগে কোন ফলোদয় হইতেছে না। আর, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, আপনি যত দিন শোকাকুল থাকিবেন, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। প্রজাপালনকার্য্য সপেক্ষিত হইলে, রাজধর্ম্মপ্রতিপালন হয় না। অতএব, সকল বিষয়ের সবিশেষ

পর্য্যালোচনা করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, আর অধিক শোক ও মনস্তাপ করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। অতীত বিষয়ের অনুশোচনায় কালহরণ করা সদ্বিবেচনার কর্ম্ম নয়।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, সস্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যথার্থ কহিয়াছ, আমি যে উদ্দেশে জানকীরে বনবাস দিয়া, রাক্ষসের ন্যায় নৃশংস আচরণ করিলাম, এক্ষণে তাঁহার জন্যে শোকাকুল হইলে তাহা বিফল হইয়া যায়। বিশেষতঃ শোকের ধর্ম্মই এই, তাহাতে অভিভূত হইলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতে থাকে। শোকাভিভূত ব্যক্তি অভীষ্টলাভ করিতে পারে না, কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনবধানজন্য প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। অতএব, এই মুহূর্ত্ত অবধি আমি শোকসংবরণে যত্নবান্ হইলাম। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর আমি শোকে অভিভূত হইব না। প্রজালোকে অতঃপর আমায় শোকাকুল বোধ করিতে পারিবেক না। অমাত্যদিগকে বল, কাল অবধি রীতিমত রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিব; তাঁহারা যেন যথাকালে, সমুদয় আয়োজন করিয়া, কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকেন।

এই বলিয়া, রামচন্দ্র অবনত বদনে কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাব-

লম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, হায়! রাজত্ব কি বিষম অসুখের ও বিপদের আস্পদ। লোকে কি সুখভোগের অভিলাষে রাজ্যাধিকার বাসনা করে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া আমায় এ জন্মের মত সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল। যার পর নাই নৃশংস হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে, প্রিয়ারে বনবাস দিলাম। এক্ষণে তাঁহার জন্যে যে অশ্রুপাত করিব, তাহারও পথ নাই। রাজত্বলাভে এই ফল দর্শিয়াছে যে আমাকে স্নেহ, দয়া, মমতা ও মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইল; আর উত্তরকালীন লোকেরা আমাকে নৃশংস রাক্ষস অথবা নিতান্ত অপদার্থ, বলিয়া গণনা ও কলঙ্কঘোষণা করিবে।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষ্মণকে বিদায় করিলেন, এবং ধৈর্য্যাবলম্বন ও শোকাবেগসংবরণ পূর্ব্বক, পর দিন প্রভাত অবধি যথানিয়মে রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এই রূপে, তিনি রাজ-কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন বটে, এবং লোকেও বাহ্য আকার দর্শনে বোধ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র বড় ধৈর্য্যশীল, অনায়াসেই দুঃসহ শোক সংবরণ করিলেন। কিন্তু, তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর দুর্বিষহ শোকদহনে জ্বলিত

হইতে লাগিল। নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছি, এই শোক ও ক্ষোভ, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, তাঁহাকে সতত মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতে লাগিল। কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে তিনি জানকীরে নির্বাসিত করেন, এক্ষণেও কেবল সেই লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে বাহ্য আকারে শোকসংবরণ করিলেন। যৎকালে তিনি, নৃপাসনে আসীন হইয়া, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায়, স্থির চিত্তে রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বোধ করিত, ভূমণ্ডলে তাঁহার তুল্য ধৈর্য্যশালী পুরুষ আর নাই। কিন্তু, রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া বিশ্রামভবনে গমন করিলেই, তিনি যৎপরোনাস্তি বিকলচিত্ত হইতেন। লক্ষ্মণ সদা সন্নিহিত থাকিতেন, এবং সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে তাঁহার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। ফলতঃ, তিনি কেবল হাহাকার, বাষ্পমোচন, আত্মভৎসন ও সীতার গুণকীর্ত্তন করিয়া বিশ্রামসময় অতিবাহিত করিতেন। এই রূপে দুর্নিবার সীতাবিবাসনশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তিনি দিন দিন কৃশ, মলিন, দুর্ব্বল ও সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, প্রজাকার্য্য ব্যতীত আর কোন বিষয়েই তাঁহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না।

এ দিকে, কিয়ৎ দিন পরে জানকী দুই যমল কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি, যথাবিধানে জাতকর্ম্মাদি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়া, জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। মুনিতনয়ারা, সীতার সন্তান-প্রসবদর্শনে, যার পর নাই হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আশ্রমে অতি মহান্ আনন্দকোলাহল হইতে লাগিল। সীতা, দুঃসহ প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অচেতনপ্রায় ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলে, মুনিতনয়ারা উল্লসিত মনে প্রীতিপূর্ণ বচনে কহিলেন, জানকি! আজ বড় আহ্লাদের দিন, সৌভাগ্যক্রমে তুমি পরম সুন্দর কুমার যুগল প্রসব করিয়াছ। সীতা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র প্রফুল্ল ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শোকভরে একান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মুনি-কন্যারা সস্নেহ সম্ভাষণ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি জানকি! এমন আনন্দের সময় শোকাকুল হইলে কেন? বাষ্পভরে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, এজন্য তিনি কিয়ৎ ক্ষণ কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, অনন্তর উচ্ছলিত শোকাবেগের অপেক্ষাকৃত সংবরণ করিয়া, কহিলেন, অয়ি প্রিয়সখীগণ! তোমরা কি কিছুই জান না, যে আমি

এমন আনন্দের সময় কি জন্যে শোকাকুল হইলাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? পুত্রপ্রসব করিলে স্ত্রীলোকের আহ্লাদের একশেষ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু কেমন অবস্থায় আমার সেই আহ্লাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে; আমার যে এ জন্মের মত সকল সুখ, সকল সাধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি এই হতভাগ্যেরা আমার গর্ভে প্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে, যে মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ পরিত্যাগবাক্য শ্রবণ করাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে আমি জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম, অথবা অন্য কোন প্রকারে আত্মঘাতিনী হইতাম। আমার কি আবার প্রাণ রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়।

এই বলিয়া, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়া, জানকী অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যারা, সীতার এইরূপ হৃদয়বিদারণ বিলাপবাক্য শ্রবণে, সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং প্রণয়পূর্ণ বচনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! শোকাবেগ সংবরণ কর; যাহা কহিতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু অধিক দিন তোমায় এ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবেক না। রাজা রামচন্দ্রের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহাতেই তিনি, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এরূপ অদৃষ্টচর অভূতপূর্ব্ব নৃশংস আচরণ করিয়াছেন।

আমরা পিতার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অচিরে পরিগৃহীতা হইবে; অতএব শোকসংবরণ কর। মুনিতনয়াদিগের সান্ত্বনাবাদ শ্রবণ করিয়া, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিকন্যাদিগের কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তখন তাঁহারাও শোকাভিভূত হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সদ্যপ্রসূত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল। স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি, যে তাহাদের ক্রন্দনশব্দ জানকীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি এক কালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং সত্বর সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত স্নেহভরে তাহাদিগকে স্তনপান করাইতে লাগিলেন।

কুমারেরা, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায়, দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, জননীর নয়নের ও মনের অনির্বচনীয় আনন্দ সম্পাদন করিতে লাগিল। যখন তাহারা তাঁহাকে আধ আধ কথায় মা মা বলিয়া আহ্বান করিত; যখন তিনি তাহাদের সন্নিবেশিত মুক্তাকলাপসদৃশ দন্তগুলি অবলোকন করিতেন; যখন তাহাদের অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত; যখন তিনি,

তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহভরে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন, তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন; তাঁহার সর্ব্ব শরীর অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় শীতল, ও নয়নযুগল আনন্দাশ্রুজলে পরিপ্লুত হইত।

ক্রমে ক্রমে কুশ ও লব পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি তাহাদের চূড়াকর্ম্মসম্পাদন করিয়া, বিদ্যারম্ভ করাইলেন। বালকেরা, অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভা প্রভাবে, অল্প-কালমধ্যেই, বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে বাল্মীকি, রাবণবধান্ত লোকোত্তর রামচরিত অব-লম্বন করিয়া, রামায়ণ নামে বহু বিস্তৃত মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে, তিনি সেই অমৃতরসবর্ষী অপূর্ব্ব মহাকাব্য রামচন্দ্রের পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। তাহারা অল্প দিবসেই সেই বিচিত্র গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিল, এবং মাতৃসমক্ষে মধুর স্বরে আবৃত্তি করিয়া, তাঁহার শোকনিবৃত্তি করিতে লাগিল। একাদশ বর্ষে, মহর্ষি, তাহাদের উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করিয়া, বেদ অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করি-লেন। বালকেরা, সংবৎসরকালেই, সমগ্র বেদশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিল।

ক্রমে ক্রমে কুশ ও লবের বয়ঃক্রম পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর হইল; কিন্তু তাহারা কে, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র জানিতে

পারিল না। তাহারা আপনাদিগকে ঋষিকুমার ও আপনাদের জননীকে ঋষিপত্নী বলিয়া জ্ঞান করিত। ফলতঃ, জানকী যে ভাবে তপোবনে কালযাপন করিতেন, তাঁহাকে দেখিলে কেহ ঋষিপত্নী ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারিত না; এবং তাহাদেরও দুই সহোদরের আচার ও অনুষ্ঠান অবলোকন করিলে, ঋষিকুমার ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা জানকীকে জননী বলিয়া জানিত, কিন্তু তিনি যে মিথিলাপতিতনয়া অথবা কোশলাধিপতিমহিষী, তাহা জানিতে পারে নাই। বাল্মীকি যত্নপূর্ব্বক এই ব্যাপার তাহাদের বোধবিষয় হইতে সঙ্গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; এবং তপোবনবাসীদিগকে এরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ ভ্রমক্রমেও তাহাদের সমক্ষে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিত না; আর, সীতাকেও নিষেধ করিয়াছিলেন যে তিনিও যেন কোন ক্রমে তনয়দিগের নিকট আত্মপরিচয়প্রদান না করেন; তদনুসারে সীতাও তাহাদের নিকট কখন স্বসংক্রান্ত কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। তাহারা রামায়ণে রামের ও সীতার সবিশেষ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের জননী যে জনকনন্দিনী অথবা রামের সহধর্ম্মিণী, তাহা জানিতে পারে নাই; সুতরাং ঐ মহাকাব্যে নিজজনকজননীবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে

পারে নাই। এই রূপে, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত, কুশ ও লব আত্মস্বরূপপরিজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপ অনধিকারী ছিল।

জননীর অনির্ব্বচনীয়স্নেহসহকৃত প্রযত্ন ব্যতিরেকে, যত দিন পর্য্যন্ত সন্তানের জীবনরক্ষা সম্ভাবিত নয়, তাবৎ কাল জানকী, সর্ব্বশোকবিস্মরণপূর্ব্বক, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কুশ ও লবের লালন পালনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহাদের শৈশবকাল কিঞ্চিৎ উৎক্রান্ত হইলে, মাতৃযত্নের তাদৃশী অপেক্ষা রহিল না। তখন তিনি, তাহাদের বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, ঋষিপত্নীদিগের ন্যায় তপস্যা-ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীনমঙ্গল-কামনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদিও রাম নিতান্ত নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি এক দিন এক ক্ষণের জন্যে, সীতার অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি রোষ বা বিরাগের উদয় হয় নাই। তিনি যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, এই বিবেচনা করিতেন; ভ্রমক্রমেও ভাবিতেন না যে তদ্বিষয়ে রামচন্দ্রের কোন অংশে কিছুমাত্র দোষ আছে। বস্তুতঃ, রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত ভক্তি ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি দেবতাদিগের নিকট

কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন, যেন রামচন্দ্র কুশলে থাকেন, এবং জন্মান্তরে তিনি যেন রামচন্দ্রকেই পতি লাভ করেন। তিনি, দিবাভাগে জপতপস্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ও সখীভাবাপন্ন ঋষিকন্যাগণে পরিবৃত থাকিয়া, কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতেন; কিন্তু যামিনীযোগে একাকিনী হইলেই, তাঁহার দুর্নিবার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তিনি কেবল রামচন্দ্রচিন্তায় মগ্ন হইয়া ও অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া, রজনীযাপন করিতেন। সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে অকাতরে পতিবিরহযাতনা সহ্য করিতে পারিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। কালসহকারে সকলেরই শোক শিথিল হইয়া যায়, কিন্তু জানকীর শোক সর্ব্ব ক্ষণ নবীভাবাপন্ন ছিল। এই রূপে, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর, দুর্বিবহ শোকদহনে নিরন্তর অন্তর্দাহ হওয়াতে, জানকীর অলৌকিক রূপলাবণ্য অন্তর্হিত, এবং কলেবর চর্ম্মাবৃতকঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া, বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব শ্রবণমাত্র সাধুবাদপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি, অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্যবিস্তার করিয়াছেন, পূর্ব্বতন কোন নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই; রাজকর্ত্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধমাত্র অবশিষ্ট আছে, এক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইলেই আপনকার রাজাধিকার আর কোন অংশে হীন থাকে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজকে অনুরোধ করিব। যাহা হউক, মহারাজ! যখন স্বয়ং সেই অভি-

লষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনে অনুমতি প্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র, রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! ইনি যাহা কহিলেন শ্রবণ করিলে; এক্ষণে, তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই, কর্ত্তব্যনিরূপণ করি। আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুজেরা তৎক্ষণাৎ আন্তরিক অনুমোদনপ্রদর্শন করিলেন। তখন রাম কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতাবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনকার কি অনুমতি হয়। বশিষ্ঠদেব তদ্বিষয়ে তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন।

অনন্তর, রামচন্দ্র অনুজদিগকে কহিলেন, দেখ অনর্থ কালহরণ করা বিধেয় নহে; অতএব তোমরা, সত্বর সমুদয় আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগকে নিমন্ত্রণ কর, সময়নির্দ্ধারণপূর্ব্বক যাবতীয়

নগরে ও জনপদে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দাও, লঙ্কা-সমরসহায় সুহৃদ্বর্গকে পরম সমাদরে আহ্বান কর; তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্যে অকাতরে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; তাঁহারা আসিলে আমি পরম সুখী হইব। তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ঋষিদিগকেও নিমন্ত্রণ কর; তাঁহারা যজ্ঞদর্শনে আগমন করিলে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত! তুমি, অবিলম্বে নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিয়া, যজ্ঞভূমিনির্মাণের উদ্যোগ কর। লক্ষ্মণ! তুমি, অন্যান্য সমস্ত আয়োজন করিয়া, সত্বর তথায় প্রেরণ কর। দেখ, যজ্ঞদর্শনের নিমিত্ত নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক; অতএব যত্নপূর্ব্বক যাবতীয় বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন কোন বিষয়ের অসঙ্গতিনিবন্ধন কাহারও কোন ক্লেশ বা অসুবিধা ঘটে না। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী, তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সকল বিষয়েরই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি এক বিষয়ের একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম কহিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতি আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা কহেন, সস্ত্রীক

হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি উপায় ভাবিয়া রাখিয়াছেন। শ্রবণমাত্র, রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক, নয়নের অশ্রুমার্জন ও উচ্ছলিতশোকাবেগসংবরণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধমাত্র হয় নাই; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব অনেক ক্ষণ একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভার্য্যান্তরপরিগ্রহব্যতিরেকে উপায়ান্তর দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই এক কালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ, লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া, জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সীতার মোহনমূর্ত্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে উপস্থিতকার্য্যানুরোধে ভার্য্যান্তরপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দারপরিগ্রহবিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র, তদ্বিষয়ে

ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া, মৌনভাবে অবনত বদনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর, হিরণ্ময়ীসীতাপ্রতিকৃতি সমভিব্যাহারে যজ্ঞানুষ্ঠান করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এই রূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ভরত সর্ব্বাগ্রে নৈমিষ-প্রস্থান করিলেন, এবং সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমি নিরূপণ করিয়া, অনুরূপ অন্তরে পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে, এক এক শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, তাহাদের অবস্থোচিত বাসশ্রেণী নির্মাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও, অনতিবিলম্বে অশেষবিধ অপর্য্যাপ্ত আহার-সামগ্রী ও শয্যাযানাদি সমবধান করিয়া, যজ্ঞক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্ব মোচনপূর্ব্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সসৈন্য নৈমিষারণ্য প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। শত শত নৃপতি, বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া, অনুচরগণ ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন; সহস্র সহস্র ঋষি যজ্ঞদর্শনমানসে ক্রমে ক্রমে নৈমিষে আগমন করিতে লাগিলেন; অসংখ্য অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত হইলেন।

ভরত ও শত্রুঘ্ন নরপতিগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন; বিভীষণ ঋষিগণের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; সুগ্রীব অপরাপর যাবতীয় নিমন্ত্রিতবর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

এ দিকে, মহর্ষি বাল্মীকি, সীতার অবস্থা অবলোকন করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ দেখিয়া, মনে মনে সর্ব্বদা এই আন্দোলন করেন যে সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না; আর, কুশ ও লব, রাজাধিরাজতনয় হইয়া, যাবজ্জীবন তপোবনে কালযাপন করিবেক, ইহাও কোন ক্রমে উচিত নহে; তাহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব, যাহাতে সপুত্রা সীতা অবিলম্বে রামচন্দ্রপরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। অথবা, উপায়ান্তর উদ্ভাবনের প্রয়োজন কি? শিষ্য দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাইয়া, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুত্রা সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধরক্ষা করিবেন। এই বলিয়া, ক্ষণ কাল মৌনভাবে থাকিয়া মহর্ষি পুনরায় কহিতে লাগিলেন, কিন্তু

তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয়, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহ-ভয়ে, পূর্ণগর্ভ অবস্থায়, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এখন, আমার কথায়, তাঁহারে সহজে গ্রহণ করিবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কোন সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত কল্প হইতেছে না। এই দুই বালক উত্তর কালে অবশ্যই কোশল-সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেক। এই সময়ে, পিতৃসমীপে নীত হইয়া, নীতিশাস্ত্রাদিবিষয়ে বিধিপূর্ব্বক উপদিষ্ট না হইলে, ইহারা প্রজাকার্য্যনির্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্য্যাদা-রক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেক। বিশেষতঃ, রাজা রামচন্দ্র আমাকে কোশলরাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া অনুযোগ করিতে পারেন। অতএব, এ বিষয়ে আর উপেক্ষাপ্রদর্শন করা বিধেয় নহে। এক্ষণে, রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ প্রেরণ করা উচিত। অথবা, এক বারেই তাঁহার নিকট সংবাদ না পাঠাইয়া বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য; তাঁহারাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

এক দিন মহর্ষি, সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধি সমাধান করিয়া, আসনে উপবেশনপূর্ব্বক, একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামা-

ঙ্কিত অশ্বমেধনিমন্ত্রণপত্র তদীয় হস্তে সমর্পণ করিল। মহর্ষি, পত্র পাঠ করিয়া, পরমপ্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক, সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বিদায় দিলেন, এবং এক শিষ্যকে তাহার আহারাদিসমবধানের আদেশপ্রদান করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তৎসিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে, বিনা প্রার্থনায় কার্য্যসাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই। রামের ও ইহাদের আকারগত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে ইহাদিগকে রামের তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক; আর, অবলোকনমাত্র রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবেক। এবং তাহা হইলেই আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন; কল্য প্রত্যূষে প্রস্থান করিব; মানস করিয়াছি, অপরাপর শিষ্যের ন্যায়, তোমার পুত্রদিগকেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। সীতা তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন। মহর্ষি, আশ্রমকুটীরে প্রতিগমন করিয়া, শিষ্যদিগকে আহ্বান-

পূর্ব্বক, প্রস্তুত হইয়া থাকিতে কহিয়া দিলেন, এবং কুশ ও লবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ এ পর্য্যন্ত তোমরা জনপদের কোন ব্যাপার অবলোকন কর নাই; রামায়ণনায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবে, এবং তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া, তোমরা অনেক অংশে লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। তাহারা দুই সহোদরে, রামায়ণে রামের অলৌকিক কীর্ত্তিবর্ণন পাঠ করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া, তাহাদের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানসংক্রান্ত সমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম অবলোকন করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকিমুখে রামের নাম শ্রবণ করিয়া, সীতার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

রাম সীতাগতপ্রাণ বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর, তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই রাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানবার্ত্তাশ্রবণে, রাম অবশ্যই ভার্য্যান্তরপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি এক বারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন; রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই শোক সেই সীতার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই সেই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা নিতান্ত আকুল চিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, কুশ ও লব সহসা তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া কহিলেন, মা! মহর্ষি কহিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের অশ্বমেধদর্শনে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া, রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা

করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু, মা! এক বিষয়ে আমরা মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণপাঠ করিয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজা-রঞ্জনানুরোধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সহধর্ম্মিণী কে হইবেক। সে কহিল, যজ্ঞসমাধানার্থ, বশিষ্ঠদেব রাজাকে পুনরায় দারপরিগ্রহের অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই; হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; সেই প্রতিকৃতি সহ-ধর্ম্মিণীকার্য্য নির্বাহ করিবেক। দেখ মা! এমন মহাপুরুষ কোন কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র রাজ-ধর্ম্মপ্রতিপালনে যেমন তৎপর, দাম্পত্যধর্ম্মপ্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা ইতিহাসগ্রন্থে অনেকানেক রাজার ও অনেকানেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কেহই কোন অংশে রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজা-রঞ্জনানুরোধে প্রেয়সীপরিত্যাগ, ও সেই প্রেয়সীর স্নেহে যাবজ্জীবন ভার্য্যান্তরপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ

উভয়ই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা হউক, মা! রামায়ণপাঠ করিয়া অবধি আমাদের একান্ত বাসনা ছিল, এক বার রাজা রামচন্দ্রকে দর্শন করিব ; এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ করিবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে ; অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই। সীতা অনুমতিপ্রদান করিলেন, তাহারাও দুই সহোদরে, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, মহর্ষিসমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিয়া, যে অতিবিষম বিষাদবিষে সীতার সর্ব্ব শরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্বাপিত হইল। তখন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল, এবং নির্বাসন-ক্ষোভ তিরোহিত হইয়া, তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য-গর্ব্ব আবির্ভূত হইল।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র, মহর্ষি বাল্মীকি কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে নৈমিষপ্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণ সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠদেব, পরমসমাদরপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। কুশ ও লব দূর হইতে

রামদর্শন করিয়া পুলকিত হইল, এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ ভাই! রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ইঁহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে; দেখিলেই, অলৌকিক গুণসমুদায়ের একাধার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনই গম্ভীরাকৃতি। আমাদের গুরুদেব যেরূপ অলৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলৌকিকগুণসমুদায়সম্পন্ন। বলিতে কি, এরূপ মহাপুরুষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত না হইলে, ভগবৎপ্রণীত মহাকাব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিকগুণকীর্ত্তনে নিয়োজিত হওয়াতেই, মহর্ষির অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন হইয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমাদের নয়নের চরিতার্থতালাভ হইল।

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে, নিরূপিত দিবসে মহাসমারোহে সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। অসংখ্য অসংখ্য দীন দরিদ্র অনাথগণ পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনায় যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্নার্থী অপর্য্যাপ্ত অন্নলাভ, অর্থাভিলাষী প্রার্থনাধিক অর্থলাভ, ভূমিকাঙ্ক্ষী অভিলষিত ভূমিলাভ করিতে লাগিল। ফলতঃ, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমনমাত্র তাহার

সেই অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীতবাদ্যক্রিয়া হইতে লাগিল। সকলেই মনোহর বেশভূষা ধারণ করিল। সকলেরই মুখে আমোদ ও আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। কাহারও অন্তঃকরণে কোনপ্রকার দুঃখ বা ক্ষোভের সঞ্চার আছে, এরূপ বোধ হইল না। যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি বা অন্যাদৃশ লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন এরূপ যজ্ঞ দর্শন করি নাই; অতীতবেদী ব্যক্তিরাও কহিতে লাগিলেন, কোন কালে কোন রাজা ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ সহকারে যজ্ঞ করিতে পারেন নাই; রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।

এই রূপে প্রত্যহ মহাসমারোহে যজ্ঞক্রিয়া হইতে লাগিল, এবং যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ, সভায় সমবেত হইয়া, যজ্ঞসংক্রান্ত সমৃদ্ধি ও সমারোহ দর্শন করিতে লাগিলেন।

~~~~~~~~
~~~~~~~~

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক দিন, মহর্ষি বাল্মীকি বিরলে বসিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি যজ্ঞদর্শনে আসক্ত হইয়া এত দিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম, এপর্য্যন্ত অভিপ্রেতসাধনের কোন উপায় নিরূপণ করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে কি প্রণালীতে কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শনপথে পতিত করি। এক বারেই উহাদের দুই সহোদরকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজসভায় লইয়া যাই, অথবা রামচন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই, এবং বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ কহিয়া, এবং কুশ ও লবকে দেখাইয়া, সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি। মহর্ষি, মনে মনে এইরূপ বিবিধ বিতর্ক করিয়া, পরিশেষে স্থির করিলেন, কুশ ও লবকে রামায়ণ গান করিতে আদেশ করি। তাহারা স্থানে স্থানে গান করিলে ক্রমে ক্রমে রাজার গোচর হইবেক; তখন তিনি অবশ্যই স্বীয়চরিতশ্রবণমানসে উহাদিগকে স্বসমীপে আহ্বান করিবেন, এবং তাহা হইলেই, বিনা প্রার্থনায়, আমার অভিপ্রেতসিদ্ধি হইবেক।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি কুশ ও লবকে স্বসমীপে আহ্বান করিলেন, এবং কহিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! তোমরা প্রতিদিন সময়ে সময়ে, সমাহিত হইয়া, ঋষিগণের বাসকুটীরের সম্মুখে, নরপতিগণের পটমণ্ডপমণ্ডলীর পুরোভাগে, পৌরগণ ও জানপদবর্গের আবাসশ্রেণীর সমীপদেশে, এবং সভাভবনের অভিমুখভাগে, মনের অনুরাগে বীণা সংযোগে রামায়ণ গান করিবে। যদি রাজা, পরম্পরায় অবগত হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তৎক্ষণাৎ গান করিতে আরম্ভ করিবে। আর, যত ক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিবে, কোনপ্রকার ধৃষ্টতা বা অশিষ্টতা প্রদর্শন করিবে না। রাজা সকলের পিতা, অতএব তোমরা তাঁহার প্রতি পিতৃভক্তিপ্রদর্শন করিবে। যদি সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়া, রাজা, অর্থপ্রদানে উদ্যত হন, লোভবশ হইয়া তাহা কদাচ গ্রহণ করিবে না, বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে নিস্পৃহতা দেখাইয়া, ধনগ্রহণে অসম্মতিপ্রদর্শন করিবে; কহিবে, মহারাজ! আমরা বনবাসী, তপোবনে থাকিয়া ফল মূল দ্বারা প্রাণধারণ করি, আমাদের ধনে প্রয়োজন কি। আর, যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কহিবে, আমরা বাল্মীকিশিষ্য।

এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া, মহর্ষি তূষ্ণীম্ভাব

অবলম্বন করিলেন, এবং তাহারাও দুই সহোদরে, তদীয় আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, বীণাসহযোগে মধুর স্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিল। যে সঙ্গীত শ্রবণ করিল, সেই মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। না হইবেই বা কেন? প্রথমতঃ, রামের চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকির রচনা অতি চমৎকারিণী ও যার পর নাই মনোহারিণী; তৃতীয়তঃ, কুশ ও লবের রূপমাধুরী দর্শন করিলেই মোহিত হইতে হয়, তাহাতে আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর, যে উহার সহিত তুলনা করিলে কোকিলের কলরব কর্কশ বোধ হয়; চতুর্থতঃ, বীণাযন্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলৌকিক নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। যে সঙ্গীতে এ সমুদয়ের সমবায় আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া, কাহার চিত্ত অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পরিপূর্ণ না হইবে?

কিঞ্চিৎ কাল পরেই, অনেকে রামের নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল, মহারাজ! দুই সুকুমার ঋষিকুমার বীণাযন্ত্রসহযোগে আপনকার চরিত্র গান করিতেছে; যে শুনিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন এমন মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ!

মানবদেহে কেহ কখন এমন রূপের মাধুরী দেখে নাই। স্বরের মাধুরীর কথা অধিক কি কহিব, কিন্নরেরাও শুনিলে পরাভব স্বীকার করিবেক। আর, তাহারা যে কাব্য গান করিতেছে, তাহা কাহার রচনা বলিতে পারি না; কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব ললিত রচনা কখন শ্রবণ করেন নাই। মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা এই, তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া, আপনকার সমক্ষে সঙ্গীত করিতে আদেশ করেন। আপনি তাহাদিগকে দেখিলে, ও তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, মোহিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রবণমাত্র রামের অন্তঃকরণে অতি প্রভূত কৌতূহল-রসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি, এক সভাসদ ব্রাহ্মণ দ্বারা, তাহাদের দুই সহোদরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা, রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া, ক্ষণবিলম্বব্যতি-রেকে, অতি বিনীত ভাবে সভাপ্রবেশ করিল। তাহা-দিগকে অবলোকন করিবামাত্র, রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রীতিরস অথবা বিষাদবিষ সহসা সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইল, কিছুই অব-ধারণ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎ ক্ষণ, বিভ্রান্তচিত্তের ন্যায়, সেই দুই কুমারকে নিস্পন্দ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল

কেন, কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন।

কুমারেরা, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, সংবর্দ্ধনা করিল, এবং সমুচিত প্রদেশে উপবেশন করিয়া, যথোচিত বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! আমাদিগকে কিজন্য আহ্বান করিয়াছেন? তাহারা সন্নিহিত হইলে, রাম তদীয় কলেবরে আপনার ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন। কিন্তু তৎকালে রাজসভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, এই নিমিত্ত অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্য সংবরণ করিয়া, সম্পূর্ণ সপ্রতিভের ন্যায় কহিলেন, শুনিলাম, তোমরা অপূর্ব্ব গান করিতে পার; যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মোহিত হইয়া প্রশংসা করিতেছেন। এজন্য, আমিও তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মানস করিয়াছি। যদি তোমাদের অভিমত হয়, কিঞ্চিৎ গান করিয়া আমাকে প্রীতিপ্রদান কর। তাহারা কহিল, মহারাজ! আমরা যে কাব্য গান করিয়া থাকি, তাহা অতি বিস্তৃত; তাহাতে মহারাজের চরিত্র সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমরা আপনকার সমক্ষে ঐ কাব্যের কোন্ অংশ গান করিব, আদেশ করুন।

সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি, রামের

চিত্ত এত চঞ্চল ও সীতাশোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকলজ্জাভয়ে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া বিজনপ্রদেশসেবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন ; এজন্য কহিলেন, অদ্য তোমরা নিজ অভিপ্রায়ানুরূপ যে কোন অংশ গান কর, কল্য প্রভাত্ অবধি প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া তোমাদের মুখে সমুদয় কাব্য শ্রবণ করিব। তাহারা, যে আজ্ঞা, মহারাজ! বলিয়া, সঙ্গীত আরম্ভ করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে, অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম, কবির পাণ্ডিত্য ও রচনার লালিত্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাব্য কাহার রচিত, কাহার নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছ? তাহারা কহিল, মহারাজ! এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকির রচিত, আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকটেই সমুদয় শিক্ষা করিয়াছি। তখন, রাম কহিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি স্বরচিত কাব্যে অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। কিন্তু অদ্য তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, আর তোমাদিগকে অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না ; আজ তোমরা আবাসে গমন কর।

এই বলিয়া, তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় করিয়া, রাম সে দিবস সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন, এবং আপন বাস-ভবনে প্রবেশ করিয়া, একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুই কুমারকে অবলোকন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপন সন্তানকে দেখিলে, লোকের চিত্তে যেরূপ স্নেহ ও বাৎসল্য রসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই, আমারও, ইহাদিগকে দেখিয়া, ঠিক্ সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণই দেখিতেছি না। ইহারা ঋষিকুমার। আর, যদিই বা ঋষিকুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি। আমি যে অবস্থায় যে রূপে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি দুঃসহ শোকে ও দুরপনেয় অপমানভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোন দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে তেমন অবস্থায়, প্রাণধারণে সমর্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সন্তানপ্রসব করিয়াছেন, এবং তাহাদের লালন পালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত দুরাশামাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য তাহাতে এত সৌভাগ্য কোন ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না।

এই বলিয়া, একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন; অনন্তর, শোকাবেগসংবরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, কিন্তু উহাদের আকার প্রকার দেখিলে, ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। অধিকন্তু, উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। দেখিলেই, আমার প্রতিরূপ বলিয়া বিলক্ষণ বোধ হয়। আর অভিনিবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলে, সীতার অবয়বসৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িত রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে; ভ্রূ, নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, চিবুক, ওষ্ঠ ও দন্তপংক্তিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এত সৌসাদৃশ্য কি অনিমিত্তঘটনামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে? আর ইহারা কহিল, বাল্মীকিতপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে। আমিও লক্ষ্মণকে সীতারে বাল্মীকিতপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কহিয়াছিলাম। হয় ত, মহর্ষি কারুণ্যবশতঃ সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, তথায় তিনি এই দুই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া সকলে এরূপ সম্ভাবনা করিতেন, জানকী গর্ভযুগল ধারণ করিয়াছেন। এ সকল আলোচনা করিলে, আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়াও বোধ হয় না। অথবা, আমি, মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া, অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি।

যখন, আমি নৃশংস রাক্ষসের ন্যায়, নিতান্ত নির্দয় ও নিতান্ত নির্মম হইয়া, তাদৃশী পতিপ্রাণা কামিনীরে সম্পূর্ণ নিরপরাধে বনবাস দিয়াছি, তখন আর সে সব আশা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। হা প্রিয়ে! তুমি, তেমন সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া হইয়া, কেন এমন দুঃশীলের ও ক্রূরহৃদয়ের হস্তে পড়িয়াছিলে। আমি যখন, তোমায় নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী জানিয়াও, অনায়াসে বনবাস দিতে, এবং বনবাস দিয়া এপর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতে, পারিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস ও পাষাণহৃদয় আর কে আছে?

এইপ্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে, দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, রাম বিচেতনপ্রায় হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, বাল্মীকি সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সীতা তথায় এই দুই যমল তনয় প্রসব করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত ঋষিকুমার নহে, তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা অল্পদিনমাত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের অধিক নহে। বোধ হয়, একাদশ বর্ষে উপনয়নসংস্কার

সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমার না হইলে, এ বয়সে উপনয়ন হইবে কেন? প্রকৃত ঋষিকুমার হইলে, মহর্ষি অবশ্যই অষ্টম বর্ষে ইহাদের সংস্কার সম্পাদন করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত, উপনীত ঋষিকুমারদিগের যেরূপ বেশ হয়, ইহাদের বেশ সর্ব্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়-কুমার হয়, তাহা হইলে ইহাদের সীতার সন্তান হওয়া যত সম্ভব, অন্যের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না; কারণ, অন্য ক্ষত্রিয়সন্তানের তপোবনে প্রতিপালিত ও উপ-নীত হওয়ার সম্ভাবনা কি? আমার মত হতভাগ্য লোকের সন্তান না হইলে, ইহাদের কদাচ এ অবস্থা ঘটিত না।

মনে মনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া, রাম কহিতে লাগিলেন, যদি প্রিয়া এ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, এবং এই দুই কুমার আমার তনয় হয়, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হয়। প্রিয়া পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদায়িনী হইবেন, ইহা ভাবিলেও আমার সর্ব্ব শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। এই বলিয়া, যেন সীতার সহিত সমাগম অবধারিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া, রাম কহিতে লাগিলেন, এই দীর্ঘ বিয়োগের পর, যখন প্রথম সমাগম হইবেক, তখন, বোধ হয়, আমি আহ্লাদে অধৈর্য্য হইব; প্রিয়ারও আহ্লাদের একশেষ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রথম সমাগমক্ষণে উভয়েরই আনন্দাশ্রুপ্রবাহ প্রবল বেগে বাহিত হইতে থাকিবেক। কিয়ৎ ক্ষণ, এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, তিনি হর্ষবাষ্প বিসর্জ্জন করিলেন। পরক্ষণেই, এই চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে প্রিয়ার সহিত সমাগম হইলে, কেমন করিয়া তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব। অথবা, তিনি যেরূপ সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি দেখিবামাত্র, তাঁহার চরণে ধরিয়া, বিনয় বচনে ক্ষমাপ্রার্থনা করিব। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, পাছে প্রজালোকে ঘৃণা ও বিরাগ-প্রদর্শন করে, এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়ারে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছি; এক্ষণে, যদি তাঁহারে গ্রহণ করি, তাহা হইলে পুনরায় সেই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। এত কাল আপনাকে ও প্রিয়াকে দুঃসহ বিরহযাতনায় যে দগ্ধ করিলাম, সে সকলই বিফল হইয়া যায়।

এই বলিয়া, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অপ্রসন্ন মনে অবস্থিত রহিলেন; অনন্তর, সহসা উদ্ভূত রোষাবেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, আর আমি অমূলক লোকাপবাদে আস্থাপ্রদর্শন করিব না। অতঃপর প্রিয়ারে গ্রহণ করিলে, যদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক, আর

আমি তাহাদের ছন্দানুবৃত্তি করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট করিয়াছি। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কে কখন আমার ন্যায় আত্মবঞ্চন করিয়াছে। প্রথমেই প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া নিতান্ত নির্বোধের কর্ম্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাঁহারে গ্রহণ করিব। নিতান্ত না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, প্রিয়াসমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব। প্রিয়ারহিত হইয়া রাজ্যভোগ অপেক্ষা তাঁহার সমভিব্যাহারে বনবাস আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই।

রাম, আহারনিদ্রাপরিহারপূর্ব্বক, এইরূপ বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া রজনীযাপন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহর্ষি বাল্মীকি, রামচরিত অবলম্বন করিয়া, অতি অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার দুই কোকিলকণ্ঠ তরুণবয়স্ক শিষ্য অতি মধুর স্বরে সেই কাব্য গান করে; কল্য প্রভাতে তাহারা রাজসভায় সঙ্গীত করিবে; এই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত হইয়াছিল। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, কি ঋষিগণ, কি নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ, সকলেই, সাতিশয় ব্যগ্র চিত্তে, সঙ্গীতশ্রবণলালসায় রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সে দিবসের সভায় সমারোহের সীমা ছিল না। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও লঙ্কাসমরসহায় সুগ্রীব বিভীষণাদি সুহৃদ্বর্গ তাঁহার বামে ও দক্ষিণে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি রাজপরিবার, অরুন্ধতী প্রভৃতি ঋষিপত্নী-গণ সমভিব্যাহারে, পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইলেন।

এই রূপে রাজসভায় সমবেত হইয়া, সমস্ত লোক অভিনব

কাব্যের ও সুকুমার গায়কযুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও কথোপকথন, এবং নিতান্ত উৎসুক চিত্তে তাহাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে, মহর্ষি বাল্মীকি কুশ ও লব সমভিব্যাহারে সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে সভামণ্ডলে সহসা মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। যাহারা পূর্ব্ব দিন কুশ ও লবকে অবলোকন করিয়াছিল, তাহারা, অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া, স্বসমীপোপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে তাহাদের দুই সহোদরকে দেখাইতে লাগিল। বাল্মীকি সভাপ্রবেশ করিবামাত্র, সভাস্থ সমস্ত লোক এক কালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহর্ষি ও তাঁহার দুই শিষ্যের নিমিত্ত পৃথক্ স্থান নির্ণীত ছিল, তাঁহারা তথায় উপবেশন করিলেন। সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, একান্ত উৎসুক চিত্তে, কখন্ আরম্ভ হয়, এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বাল্মীকি সভার সর্ব্বাংশে নয়নসঞ্চারণ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহারাজ! সকলেই শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীতের আরম্ভ হউক। অনন্তর, তদীয় নিদেশক্রমে, কুশ ও লব বীণাযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। বাল্মীকি পূর্ব্বেই কুশ ও লবকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, রামায়ণের যে সকল

অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগের বর্ণন আছে, তোমরা অদ্য ঐ সকল অংশই অধিকাংশ গান করিবে। তদনুসারে, তাহারা কিয়ৎ ক্ষণ গান করিবামাত্র, রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, এবং নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাম তাহাদের দুই সহোদরকে যত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাহারা সীতার তনয় বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ইঁহারাও, তাহাদের কলেবরে রামের ও সীতার অবয়বসৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া, মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত, সভাস্থ সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই দুই ঋষিকুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতিস্বরূপ; যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য না থাকিত, তাহা হইলে, রামে ও এই দুই ঋষিকুমারে কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয়, যেন রাম, দুই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, কুমারবয়সে ঋষিকুমারবেশ অবলম্বন করিয়াছেন। এই বয়সে রামের যেরূপ আকৃতি ও রূপলাবণ্যের মাধুরী ছিল, ইহাদেরও অবিকল সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, সভাস্থ সমস্ত লোক, মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া, একতান মনে সঙ্গীতশ্রবণ ও অনিমিষ নয়নে তাহাদের রূপনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ইহাদিগকে অবিলম্বে সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দাও। তাহারা শ্রবণমাত্র বিনয়পূর্ণ বচনে কহিল, মহারাজ! আমরা বনবাসী, বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি; যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল মাত্র আহার ও বল্কলমাত্র পরিধান করি, আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন কি। আমরা অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, আপনকার চরিত অভ্যাস করিয়াছিলাম; আজ আপনকার সমক্ষে কীর্ত্তন করিয়া, আমাদের সেই যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইল। আপনি শ্রবণ করিয়া যে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। বালকদিগের এইরূপ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা দেখিয়া, সকলে এককালে চমৎকৃত হইলেন।

কুশ ও লবকে কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি, একান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে, হা বৎসে জানকি! এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তদ্দর্শনে, সকলে, বিকলান্তঃকরণ হইয়া, অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ সঙ্গীতশ্রবণ করিয়া, সকলেরই হৃদয়ে সীতাশোক এত প্রবল ভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিল যে

সকলেই একান্ত অস্থির হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, একান্ত অধীরা হইয়া, উন্মত্তার ন্যায় কহিতে লাগিলেন, ঐ দুই কুমারকে কেউ আমার নিকটে আনিয়া দাও, ক্রোড়ে লইয়া এক বার উহাদের মুখচুম্বন করিব, উহারা আমার জানকীর তনয়; উহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; হয় তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি উহাদের নিকটে যাই; এক বার উহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলে, আমার জানকীশোকের অনেক নিবারণ হয়। ঐ দেখ না, উহাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। উহারা সভাপ্রবেশ করিবামাত্র, যেন কেউ আমার কানে কানে কহিয়া দিল, ঐ তোমার রামের দুই বংশধর আসিতেছে; সেই অবধি উহাদের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমি বার বৎসরে সীতাকে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু উহাদিগকে দেখিয়া আমার সীতাশোক নূতন হইয়া উঠিয়াছে। হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, অদ্যাপি জীবিত আছ, কি এই পাপিষ্ঠ নরলোক পরিত্যাগ করিয়াছ, কিছুই জানি না। এই বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া, কৌশল্যা পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে সযত্ন হইয়া পুনরায় তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন, কৌশল্যা নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, এখন তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দিলে না; না হয় কেউ এক বার, লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া, আমার নাম করিয়া বলুক, লক্ষ্মণ এখনই উহাদিগকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দিবে।

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া, অরুন্ধতীর আদেশানুসারে, সমীপবর্ত্তিনী প্রতিহারী লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, কৌশল্যার অভিপ্রায় নিবেদন করিল। লক্ষ্মণ, কৌশলক্রমে সে দিবস সেই পর্য্যন্ত সঙ্গীতক্রিয়া রহিত করিয়া, সভাভঙ্গ করিলেন, এবং কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা, তাহাদের দুই সহোদরকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহভরে, বারংবার উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন, এবং হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিলে, এই বলিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে, সুমিত্রা, ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি সকলেই অশ্রুপাত, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুশ ও লব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কৌশল্যা, কিঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া, সন্দেহভঞ্জনমানসে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ও তোমাদের জনক জননীর নাম কি? তাহারা, অতি বিনীত ভাবে, আপন আপন নাম কীর্ত্তন করিয়া কহিল, আমাদের পিতা কে তাহা আমরা জানি না, এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে দেখি নাই; আমাদের জননী আছেন, তিনি তপস্বিনী; কিন্তু এক দিনও আমরা তাঁহার নাম শুনি নাই; কেহ আমাদিগকে কহিয়া দেয় নাই, আমরাও তাঁহাকে বা অন্য কাহাকেও কখন জিজ্ঞাসা করি নাই। আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য, তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহারই নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি। আকুল চিত্তে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, অনেক অংশে কৌশল্যার সংশয়াপনোদন হইল; কিন্তু তিনি, সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জননীর আকার কেমন? কুশ ও লব তদীয় আকৃতির যথাযথ বর্ণন করিল। তখন, তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, এক কালে সকলের দৃঢ় নিশ্চয় হইল এবং কৌশল্যাপ্রভৃতি যাবতীয় রাজপরিবারের শোকসিন্ধু অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎ পরে কৌশল্যা, কুশ ও লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জননী কেমন

আছেন? তাহারা কহিল, তাঁহাকে সর্ব্বদাই জীবন্মৃতপ্রায় দেখিতে পাই; বিশেষতঃ, তিনি দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, অধিক দিন বাঁচিবেন না।

কুশ ও লবের এই সকল কথা শুনিয়া, সকলেই যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে সন্দেহভঞ্জন করিবার নিমিত্ত, লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক বার মহর্ষি বাল্মীকিকে এই স্থানে আনয়ন কর। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, মহর্ষি বাল্মীকি লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলে, সকলে, সমুচিতভক্তিযোগসহকারে প্রণাম করিয়া, পরম সমাদরে আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর, কৌশল্যা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনকার এই দুই শিষ্য কে, কৃপা করিয়া সবিশেষ বলুন। বাল্মীকি, যে দিবস লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, সেই অবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন, এবং রামবিরহে সীতার যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহারও যথাযথ বর্ণন করিলেন। সমুদয় শ্রবণ করিয়া, সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কৌশল্যা, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, হা বৎসে জানকি! বিধাতা তোমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়া-

ছিলেন, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সীতা অদ্যাপি জীবিত আছেন, এবং কুশ ও লব তাঁহার তনয়, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এত দিনের পর আত্মপরিচয় লাভ করিয়া, কুশ ও লবের অন্তঃকরণে নানা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে কহিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! পিতামহী ও পিতৃব্যপত্নীদিগের চরণবন্দনা কর। তাহারা তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রার, এবং ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির, চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। অনন্তর, মহর্ষি কহিলেন, তোমরা রামায়ণে লক্ষ্মণ নামে যে মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন পাঠ করিয়াছ, তিনি এই, ইনি তোমাদের তৃতীয় পিতৃব্য; এই বলিয়া, লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। লক্ষ্মণনামশ্রবণমাত্র, তাহারা, বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে পদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া, দৃঢ়তরভক্তিযোগসহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিল।

এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে, কৌশল্যা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ত্বরায় রামকে ও বশিষ্ঠদেবকে এখানে আনয়ন কর। তদনুসারে, লক্ষ্মণ অল্পক্ষণমধ্যে, রাম ও বশিষ্ঠদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

কৌশল্যা, বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে, তাঁহাদের নিকট, কুশ ও লবের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং সীতা যে তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত আছেন, তাহাও কহিলেন। কুশ ও লবের বিষয়ে রামচন্দ্রের অন্তঃকরণে যে সংশয় ছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হইল। চক্ষের জলে, তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি কুশ ও লবকে, অপ্রমেয় বাৎসল্যভরে, নিস্পন্দ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, কৌশল্যা সপুত্রা সীতার পরিগ্রহ-প্রস্তাব করিলেন। রামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌশল্যা, তদীয় মৌনাবস্থানকে সম্মতিদানসূচক বিবেচনা করিয়া, সীতার আনয়নের নিমিত্ত বাল্মীকির নিকট প্রার্থনা করিলেন। বাল্মীকি, অবিলম্বে বাসকুটীরে গমন করিয়া, কৌশল্যাপ্রেরিত শিবিকাযান সমভিব্যাহারে আপন এক শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন, কহিয়া দিলেন, তুমি জানকীরে, এই যানে আরোহণ করাইয়া আমার কুটীরে লইয়া আসিবে।

ক্রমে ক্রমে, যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ অবগত হইলেন, রামায়ণগায়ক বাল্মীকিশিষ্যেরা রাজতনয়; সীতা, পরিত্যাগের পর, বাল্মীকির আশ্রমে তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছেন; তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন; রাজা তাঁহারে গ্রহণ করিবেন; তাঁহার আনয়নের নিমিত্ত লোক প্রেরিত

হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কেহ কেহ কহিতে লাগিল, আমাদের রাজা অতি অব্যবস্থিতচিত্ত; যদি জানকীরে পুনরায় গৃহে লইবেন, তবে তাঁহারে পরিত্যাগ করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? তখনও যে জানকী, এখনও সেই জানকী; তখনও যে কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও সেই কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; বড় লোকের রীতি চরিত্র বুঝা ভার।

সীতাপরিগ্রহবিষয়ে রাম একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল কথা কর্ণপরম্পরায় তাঁহার গোচর হইলে, পুনরায় চলচিত্ত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে জানকীরে গ্রহণ করিলে, প্রজালোকে আর আপত্তি উত্থাপন করিবেক না। কিন্তু, অদ্যাপি তাহাদের হৃদয় হইতে সীতাচরিতসংক্রান্ত সংশয় অপনীত হয় নাই দেখিয়া, তিনি বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হইলেন, এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল যে, সমবেতসমস্তলোকসমক্ষে, সীতা আত্মশুদ্ধচারিতা প্রমাণসিদ্ধ করিলে, রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন। রামের আদেশ অনুসারে, লক্ষ্মণ এই কথা বাল্মীকির গোচর করিলেন।

লক্ষ্মণমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, বাল্মীকি অবিলম্বে রামসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সীতা যে সম্যক্ শুদ্ধচারিণী, তদ্বিষয়ে রামচন্দ্রকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! সীতার শুদ্ধচারিতাবিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া নিতান্ত পরায়ত্ত হইয়াছি। আপনারাই উপদেশ দিয়া থাকেন, প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করাই রাজার পরম ধর্ম; কোন কারণে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, ইহ লোকে অকীর্ত্তিভাজন ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। প্রজালোকের অন্তঃকরণে সীতার চরিত্রবিষয়ে বিষম সংশয় জন্মিয়া আছে, সে সংশয়ের অপনয়ন না হইলে, আমি কি রূপে সীতারে গ্রহণ করি, বলুন। আমি সীতাপরিত্যাগদিবসাবধি সকল সুখে বিসর্জন দিয়াছি; কি রূপে এত দিন জীবিত রহিয়াছি, বলিতে পারি না। নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, আমায় সীতারে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এক বার মনে করিয়াছিলাম, প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক, আমি তাহাদের অনুরোধে সীতাপরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তাহাতে রাজধর্ম্মপ্রতিপালন হয় না, সুতরাং সে বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না। আর বার ভাবিয়াছিলাম, না হয়,

ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইব, তাহা হইলে, আর আমার জানকীপরিগ্রহের কোন প্রতিবন্ধক থাকিবেক না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে উপায় অবলম্বন করাও শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হইল না। আমি জানকীর প্রতি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহ ঘোরতর অধর্ম্মভাগী হইয়াছি। এ যাত্রা, আমি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগে জীবনযাপন করিবার নিমিত্তই নরলোকে আসিয়াছিলাম। আমি এক্ষণে যে বিষম কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণত্যাগ হয়, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ বোধ করি।

এই বলিয়া, নিতান্ত বিকলচিত্ত হইয়া, রাম অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন; কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক, বাল্মীকিকে বিনয়বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার নিকট আমার প্রার্থনা এই, সীতা উপস্থিত হইলে, আপনি তাঁহারে আপন সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহার পরিগ্রহবিষয়ে সকলের সম্মতি জিজ্ঞাসিবেন। যদি তাঁহার পরিগ্রহ সর্ব্বসম্মত হয়, তৎক্ষণাৎ তাঁহারে গ্রহণ করিব। সর্ব্ব-

সম্মত না হইলে, তাঁহাকে কোন অসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা প্রজাবর্গের সন্দেহনিরাকরণ করিতে হইবেক। বাল্মীকি, অগত্যা সম্মত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে আত্মসদনে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে, সীতা, কৌশল্যাপ্রেরিত শিবিকাযান উপস্থিত দেখিয়া, এবং মহর্ষির প্রেরিত শিষ্যের মুখে তদীয় আদেশ শ্রবণ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বুঝি বিধি সদয় হইয়া এত দিনের পর আমার দুঃখের অবসান করিলেন। যখন ঠাকুরাণী শিবিকা পাঠাইয়াছেন, তখন আমি পুনরায় পরিগৃহীতা হইব সন্দেহ নাই। এই জন্যেই বোধ হয়, আজ আমার বাম নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে। আমি আর্য্যপুত্রের স্নেহ, দয়া ও মমতা জানি; নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বিরহে যেমন কাতর, তিনিও আমার বিরহে সেইরূপ কাতর, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদি আমার প্রতি স্নেহের কোন অংশে ন্যূনতা ঘটিত, তাহা হইলে তিনি কখনই পুনরায় দারপরিগ্রহে বিমুখ হইতেন না। তিনি সহধর্ম্মিণীস্থলে আমার প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া, স্নেহের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, এবং আমার সকল শোক নিবারণ করিয়াছেন। পুনরায় যে আমার

অদৃষ্টে আর্য্যপুত্রের সহবাসসুখ ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

এইরূপ বলিতে বলিতে, আহ্লাদভরে, জানকীর নয়নযুগল হইতে, প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরে শতগুণ বলাধান ও চিত্তে অপ্রমিত স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ সঞ্চার হইল। পুনরায় পরিগৃহীত হইলাম ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয়কন্দর অভূতপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই। তিনি, আশার উপর নির্ভর করিয়া, মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত সমাগম হইলে, যে সকল অবস্থা ঘটিতে পারে, তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বাস্তবঘটনাজ্ঞানে সেই সমস্ত অবলোকন করিয়া, অনির্বচনীয় প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। এক বার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন, রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন রাম অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্নেহভরে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছেন, তিনি কথা কহিতেছেন না, অভিমানভরে বদন বিরস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এক বার বোধ

করিলেন, যেন প্রথম সমাগমক্ষণে, উভয়েই জড়প্রায় হইয়া, স্থির নয়নে উভয়ের বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং উভয়েরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ে, একাসনে উপবেশন করিয়া, পরস্পর দীর্ঘবিরহকালীন দুঃখ বর্ণন করিতে করিতে, অপরিজ্ঞাত রূপে রজনীর অবসান হইয়া গেল। এক বার বোধ করিলেন, যেন, তিনি শ্বশ্রূদিগের সম্মুখে নীত হইয়া, তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলে, তাঁহারা বাষ্পপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, এবং তাঁহাকে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া, শোকভরে কতই পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি শ্বশ্রূদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দেবরেরা তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে, আর্য্যে! প্রণাম করি, ইহা কহিয়া অভিবাদন করিলেন। এক বার বোধ করিলেন, যেন তাঁহার ভগিনীরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পরস্পর দর্শনে শোকপ্রবাহ উচ্ছলিত হওয়াতে, সকলে মিলিয়া গলদশ্রু লোচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত হইয়াছে,

তিনি রামের বামে বসিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে সহধর্ম্মিণীকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এইরূপ অনুভব করিতে করিতে, আহ্লাদভরে পুলকিত-কলেবরা হইয়া, জানকী শিবিকায় আরোহণ করিলেন, এবং পর দিবস সায়ংসময়ে নৈমিষে উপনীতা হইলেন। বাল্মীকি কহিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র তোমারে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। কল্য, যৎকালে, তিনি সভামণ্ডপে অবস্থিতি করিবেন, সেই সময়ে সর্ব্বসমক্ষে আমি তোমায় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব। বাল্মীকির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করিলে, কোন ব্যক্তিই, সাহস করিয়া, সভামধ্যে অসম্মতিপ্রদর্শন করিতে পারিবেক না। এজন্য, তিনি, শুদ্ধচারিতার প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক হইলেও হইতে পারে, এ কথার উল্লেখমাত্র করিলেন না। অনন্তর জানকী, বিরলে বসিয়া, কুশ ও লবের মুখে সবিশেষ সমুদয় শ্রবণ করিয়া, স্বীয় পরিগ্রহবিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে মুক্তসংশয়া হইলেন, এবং আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, প্রতিক্ষণে প্রভাতপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, সমস্ত রাত্রি এক বারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি, স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া, সীতা, কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে

সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া, রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতি-কষ্টে তিনি উচ্ছলিতশোকাবেগসংবরণে সমর্থ হইলেন; এবং না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থাদর্শনে অনেকেরই অন্তঃ-করণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি, আসনপরিগ্রহ না করিয়াই, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাদেশীয় নৃপতিগণ, কোশলরাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজা-গণ, এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌর জানপদগণ সমবেত হইয়াছ, তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র, অমূলকলোকাপবাদশ্রবণে চলচিত্ত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এক্ষণে, আমি তোমাদের সকলকে এই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহার পরিগ্রহবিষয়ে তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদনপ্রদর্শন কর; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, তদ্বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

ইহা কহিয়া, বাল্মীকি বিরত হইবামাত্র, সভামণ্ডলে অতি-মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, নৃপতিগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ, দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে

নিবেদন করিলেন, আমরা অকপট হৃদয়ে কহিতেছি, রাজা রামচন্দ্র সীতা দেবীকে পুনরায় গ্রহণ করিলে, আমরা যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিব। কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় লোক অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাম এত ক্ষণ বিষম সংশয়ে কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সীতাপরিগ্রহবিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি নাই। এজন্য তিনি নিতান্ত ম্লানবদন ও ম্রিয়মাণ-প্রায় হইয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, স্থির নয়নে বাল্মীকির মুখ-নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি, অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া, উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার চরিত্রবিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়া আছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই; অতএব তুমি, সর্ব্বসমক্ষে পরীক্ষারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইয়া, সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপনয়ন কর। সীতা, বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে প্রতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, শ্রবণমাত্র, বজ্রাহতপ্রায় গতচেতনা হইয়া, প্রচণ্ড-বাতাহতলতার ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইলেন।

জননীর তাদৃশদশাদর্শনে অতিমাত্র কাতর হইয়া, কুশ ও লব উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাম, অতিমহতী

লোকানুরাগপ্রিয়তার সহায়তায়, এ পর্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া, এবং কুশ ও লবের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, অতি দীর্ঘ নিশ্বাসত্যার পরিত্যাগপূর্ব্বক, হা প্রেয়সি! বলিয়া মূর্চ্ছিত ও সিংহাসন হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কৌশল্যা, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, হা বৎসে জানকি! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতার ভগিনীরাও দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াও, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক রামচন্দ্রের চৈতন্য-সম্পাদনে তৎপর হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তাঁহার চৈতন্য-লাভ হইল। বাল্মীকিও সীতার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত, অশেষবিধ প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন, তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখন কাহার দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে

পতিপরায়ণতাগুণের এরূপ পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা, মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্ম্মে উপদেশ দিবার নিমিত্ত, সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোন কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পান্না হইয়া, ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিয়া, কখন কোন কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

সম্পূর্ণ